SOCIAL DEVELOPMENT FOUNDATION (SDF)
An autonomous organization under the Financial Institutions Division, Ministry of Finance

রেজিলিয়েন্স, অনট্রাপ্রেনিয়ারশীপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

RELIP

এর জন্য

পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

(ESMF)

জানুয়ারি ২০২১

সারসংক্ষেপ

প্রেক্ষাপট

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গড়ে ওঠা এবং বর্তমানে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়ে আসা *নতুন জীবনজীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প*টি (NJLIP) সাফল্যের সঙ্গে গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখায় কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির আঘাতকে মোকাবেলা করতে প্রকল্পটির উপকারভোগীদের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াতে তাদের জীবনীশক্তিকে দৃঢ়তর করেছে। চলমান প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সফলতা বিবেচনা করে, NJLIP থেকে ইতিমধ্যে লাভ করা শিক্ষা এবং অর্জিত ফলাফলের ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে বাংলাদেশ সরকারের একটি বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রস্তুত করা ও তার নকশা তৈরি করবার জন্য বিশ্বব্যাংক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ সরকার ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলায় দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের জীবনজীবিকার উন্নয়নের জন্য বর্তমানে *রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রোপ্রেনিয়রশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট*টি (RELIP) প্রস্তুত করছে। প্রকল্পটি গ্রামীণ কমিউনিটিকে তাৎক্ষণিকভাবে জীবনজীবিকার সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি কমিউনিটির জন্য ভবিষ্যৎ দুর্যোগ ও অন্যান্য আঘাতের ঝুঁকি হ্রাস করার পদক্ষেপ, ভৌতিক অবকাঠামো, সামাজিক কর্মসূচি ও আশ্রয় পুনর্নির্মাণ; এবং জীবনজীবিকা, অর্থনীতি ও পরিবেশকে পুনরুজ্জীবিত করতে (যা জাতিসংঘ প্রণীত Building Back Better (BBB) কৌশল নামে পরিচিতি) অবদান রাখবে। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে সৃষ্ট বিপত্তিকে বিবেচনায় নিয়ে, নির্মিতব্য প্রকল্পটি দরিদ্রদের কাছে পৌঁছানো এবং জীবনজীবিকার সুযোগকে তাদের প্রয়োজনমাফিক সাজানোর ক্ষেত্রে NJLIP'র বিপুল সাফল্যের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত জরুরি প্রয়োজনসমূহের প্রতি সাড়া প্রদান করবে : (১) বিপন্ন গ্রামীণ পরিবারগুলোর জীবনজীবিকার উপর সংকটের অভিঘাত মোকাবেলায় সাড়া প্রদান করা এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে পূর্ববস্থায় ঘুরে দাঁড়াবার শক্তি নির্মাণ (resilience building) করা; (২) আয়মূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলোকে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণে সহায়তা করা; (৩) NJLIP'র যেসব উপকারভোগীর প্রাক-সংকট সময়ে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ ঘটেছিল এবং সংকটের কারণে যারা আবারো দরিদ্রাবস্থায় নিপতিত হয়েছেন তাদের সহায়তা করা; এবং (৪) গ্রামীণ উদ্যোক্তাসৃজনের মাধ্যমে কোভিড-১৯জনিত সংকট-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্প সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশ সরকার দেশের ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ৫৪৪,০০০ দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের জীবনজীবিকার উন্নয়নের জন্য বর্তমানে *রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রোপ্রেনিয়রশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট* (RELIP) নামে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করছে। প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত ২০টি জেলার মধ্যে ১২টি হবে চলমান NJLIP কর্মসূচির আওতাধীন এবং বাকি ৮টি হবে নতুন জেলা; যার সবগুলোই জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলবায়ুঘটিত নানা বিরূপ ঘটনায় ভঙ্গুরতার (vulnerable) সম্মুখীন। প্রস্তাবিত প্রকল্পটিও SDF কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে এবং প্রকল্পটির উপকারভোগী হবেন বাংলাদেশের দরিদ্রতম জেলা ও উপজেলার দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষরা। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রামীণ কমিউনিটির জীবনজীবিকার জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি দুর্যোগ অবস্থার ক্ষতি পুনরুদ্ধার করে ঘুরে দাঁড়াবার জন্য 'বিল্ডিং ব্যাক বেটার' (BBB) বা তাদের আশ্রয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জীবনজীবিকার মতো বিষয়াদির ক্ষেত্রেও অবদান রাখবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির বাজেট ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (IDA), যার সাথে বাংলাদেশ সরকার সহ-তহবিল হিসাবে যোগান দেবে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত সময়সীমা হবে ২০২১ সালের জুলাই মাস থেকে ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে উদ্দিষ্ট পরিবারগুলোকে নগদ অর্থ সহায়তা দান, তাদের দলীয় সঞ্চয় গড়ে তোলা এবং উপকারভোগীদের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা সহায়তা প্রদান; কমিউনিটি সংগঠন গড়ে তোলা ও তাকে শক্তিশালী করা এবং কমিউনিটির পরিকল্পনাগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে জীবনজীবিকার উন্নয়ন সহায়ক কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দেয়া। প্রকল্পটি কমিউনিটিকে সংগঠিত করার সময় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধার করে তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ঘুরে দাঁড়াবার ক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। অধিকন্তু, উপকারভোগীদেরকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ুঘটিত ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণের কোনো চিন্তা নেই। কমিউনিটি সংগঠনগুলোর কার্যালয় নির্মাণের মতো ছোট আকারের অবকাঠামো তৈরিতে সহায়তা দিতে 'ইচ্ছুক ক্রেতা, ইচ্ছুক বিক্রেতা' পন্থার ভিত্তিতে জমি ক্রয় হবে এবং স্বেচ্ছায় ভূমিদানের মাধ্যমে গ্রামীণ হাঁটাপথ বা রাস্তা নির্মাণ এবং/অথবা সংস্কার কাজ করা হবে। এ ধরনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমির আকার হবে খুব ছোট (১ থেকে ৫ শতাংশ)। স্বেচ্ছায় ভূমিদান এবং 'ইচ্ছুক ক্রেতা, ইচ্ছুক বিক্রেতা' পন্থার ভিত্তিতে জমি ক্রয়ের মতো উভয় ক্ষেত্রের জন্যই বিস্তারিত ও শক্তিশালী কার্যপ্রণালী তৈরি করা হবে। অতএব, সকল প্রাপ্ত জমির মালিকানা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ধরনের নির্মাণ কাজের জন্য বাইরে থেকে বড় আকারে শ্রমিকের আগমন (labor influx) ঘটবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যান্য প্রান্তিক এবং ভঙ্গুর বা দুর্বল (vulnerable) কমিউনিটির সঙ্গে প্রকল্পটির উপকারভোগী হিসাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত হবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। যেকোনো ক্ষেত্রেই উপকারভোগীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হবেন নারী, যারা সাধারণত বাংলাদেশের সনাতনী সমাজে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অংশ। প্রকল্প কর্মকাণ্ডের সবকিছু থেকে সকলের সমান সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রকল্পটির ক্ষুদ্র নৃজাতিগত এবং ভঙ্গুর কমিউনিটি উন্নয়ন কাঠামোটি (SEVCDF) আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক কমিউনিটিকে প্রকল্পের সকল কাজে দৃঢ়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে। বাংলাদেশের চলতি সামাজিক বৈশিষ্ট্যর ধারায়, প্রকল্পটির নগদ অর্থ হস্তান্তর (cash transfer) এবং সমাবেশিকরণ (mobilization) কর্মকাণ্ডসমূহ থেকে বড় আকারে যৌন শোষণ ও অন্যায় যৌন সুবিধা গ্রহণ বা অমর্যাদা (SEA) এবং যৌন হয়রানি (SH) সম্পর্কিত ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে চারটি অংশ থাকবে: **অংশ-ক** : কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জীবনজীবিকা উন্নয়ন; **অংশ-খ:** ব্যবসা উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, **অংশ-গ** : প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও শিখন, **অংশ-ঘ** : আকস্মিক জরুরি সাড়াপ্রদান অংশ (CERC)।

প্রকল্প উন্নয়ন উদ্দেশ্যাবলি

প্রকল্প উন্নয়ন উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের জীবনজীবিকার উন্নয়ন, ক্ষয়ক্ষতির মুখে পূর্বাবস্থা পুনরুদ্ধারে তাদের ঘুরে দাঁড়াবার সক্ষমতা (resilience) বৃদ্ধি এবং প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা।'

প্রকল্পর অংশগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অংশ-ক : কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জীবনজীবিকা উন্নয়ন

এই অংশের উদ্দেশ্যগুলো হল : (১) নির্বাচিত গ্রামগুলোতে কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান তৈরি ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের সমাবেশিকরণ (Mobilize); (২) জীবনজীবিকার উন্নয়নে, ক্ষুদ্র আকারের অবকাঠামো উন্নয়নে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান, এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সহায়তা প্রদান করা; এবং (৩) প্রস্তাবিত কার্যাবলির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নারীদের জন্য বাধা তৈরি করে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে রাখে এমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথাসমূহ সম্পর্কে জনসচেতনতাকে শক্তিশালীকরণ; এর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার ঝুঁকিসমূহ বিষয়ে উপকারভোগীদের বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষয়ক্ষতিকে মোকাবেলা করে নিজেদের অবস্থা পুনরুদ্ধারে এবং স্থায়িত্বশীল ও পুনরুদ্ধারমূলক পন্থায় দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে নিজেদের আশ্রয় ও অবকাঠামো রক্ষা ও সংস্কার; সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে টিকিয়ে রাখার (build back) সহায়ক কর্মকাণ্ডগুলোর প্রসার ঘটানো।

অংশ-২ : ব্যবসা উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

এই অংশের উদ্দেশ্যগুলো হল : (১) দরিদ্র ও হতদরিদ্রদেরকে উৎপাদক দল (PG) হিসাবে সংগঠিত করে তাদের জীবনজীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি করা, সমবায় বা ফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে তাদের বাজার ও ব্যবসামুখি করায় উন্নতি সাধন করা এবং বাজারের বিবিধ কুশীলব (market actors) ও সেবাদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিকাশ ঘটানো; (২) জীবনজীবিকার উন্নতি বিধান এবং দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে নিজের অবস্থার পুনরুদ্ধারে (resilience) সক্ষম করতে গ্রামীণ উদ্যোগগুলোকে সহায়তা প্রদান করা; (৩) গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থায়িত্বশীলতাকে নিশ্চিত করতে দ্বিতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা; এবং (৪) বেকার অথবা পূর্ণ কর্মহীন যুবাগোষ্ঠী[১] (youths) এবং ফিরে-আসা অভিবাসী (migrants) এবং প্রবাসীদের (immigrants) জন্য দক্ষতা বিকাশমূলক প্রশিক্ষণ ও স্থায়িত্বশীল কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

অংশ-৩ : প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও শিখন

এই অংশটির অধীনে কার্যাবলিকে বাস্তব ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সৃষ্ট সংকটের দ্বারা উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম করে সাজানো হবে, যাতে করে সমগ্র প্রকল্প এলাকা জুড়ে যথাযথ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও শিখন নিশ্চিত করা যায়। ভবিষ্যতে আরো প্রবলতর হবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে, এমন সাম্প্রতিক জলবায়ুঘটিত তীব্র দুর্যোগসমূহকে (ঘূর্ণিঝড় আমফান ও সাম্প্রতিক কয়েকটি বন্যার ঘটনা) বিবেচনায় নিয়ে, জলবায়ু পরিবর্তন ও ভঙ্গুরতা (vulnerability), এবং জলবায়ু অভিযোজনের সুযোগ এবং স্থায়িত্বশীল জ্বালানি বিষয়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা SDF এর সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখা হবে।

অংশ-৪ : আকস্মিক জরুরি সাড়াপ্রদান অংশ (CERC)

প্রকল্পটির অধীনে আকস্মিক জরুরি সাড়াপ্রদান অংশ বা CERC অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে জরুরি সহায়তার প্রয়োজনের জন্য ওপি/বিপি ১০.০০ (OP/BP 10.00) অনুসারে। এটি অন্তর্ভুক্ত করার ফলে প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ অথবা সংকট যার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে বড় আকারের বিরূপ অর্থনৈতিক এবং/অথবা সামাজিক অভিঘাত তৈরি হয়েছে বা হতে পারে এমন

[১] বাংলাদেশে যুবা বলতে বোঝায় ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়স্কদের।

ক্ষেত্রে প্রকল্পর আর্থিক সম্পদ দ্রুত পুনঃবরাদ্দ দেবার সুযোগ থাকবে। এই অংশটিকে সক্রিয় করতে সরকারকে জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা দেবার প্রয়োজন হবে অথবা জরুরি তহবিল ব্যবহারের অনুরোধকে সক্রিয় করতে যৌক্তিকতা ব্যক্ত করে একটি বিবৃতি দিতে হবে। এই অংশটির জন্য তহবিল বরাদ্দ করতে, সরকার প্রকল্পটির তহবিল সাড়াপ্রদান এবং পুনঃনির্মাণ (response and reconstruction) কাজে পুনঃবরাদ্দ করতে ব্যাংককে অনুরোধ করতে পারে।

প্রকল্প এলাকা ও উপকারভোগী

বাংলাদেশের দরিদ্রতম জেলা ও উপজেলার দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী হবেন প্রকল্পটির উদ্দিষ্ট উপকারভোগী। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে ২০টি জেলার ৬৪টি উপজেলার আওতাধীন ৩,২০০ গ্রামে। জেলাগুলোর মধ্যে ১২টি জেলা হবে চলমান NJLIP প্রকল্পর এবং বাকি ৮টি জেলা হবে নতুন। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছে ৭৬৫,৮৫০টি উপকারভোগী পরিবারকে রেলি গ্রুপে (প্রস্তাবিত RELI প্রকল্পের) অন্তর্ভুক্ত করা, যার মধ্যে থাকবে যুবাগোষ্ঠী এবং ফিরে-আসা অভিবাসী, উৎপাদক, গ্রামীণ উদ্যোক্ত এবং NJLIP প্রকল্পর সাবেক উপকারভোগী যারা এককালীন নগদ অর্থ হস্তান্তরের গ্রহীতা হবেন। মোট উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে, প্রকল্পের ৫৪৪,০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ উপকারভোগী হবেন, যার ৯০% হবেন নারী। ২০,০০০ যুবাগোষ্ঠী দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ লাভ করবেন। প্রকল্পটি দ্রুত শুরু করার জন্য, পূর্ববর্তী প্রকল্পর নির্মিত প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোকে ব্যবহার করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দুর্যোগের বিরূপতায় আক্রান্ত, সাম্প্রতিক সময়ে ঘূর্ণিঝড় আমফান ও ২০২০ সালের কয়েকটি বন্যা-পরবর্তী ঘটনায় NJLIP প্রকল্পর ৬৭% উপকারভোগীদের এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের ৮টি নতুন জেলার উদ্দিষ্ট উপকারভোগীদের ক্ষেত্রে যেমন দেখা গিয়েছে, ভঙ্গুরতার কারণে তারা উপকারভোগী হিসাবে বিবেচিত হবেন। নিম্নোক্ত শর্তগুলো বিবেচনা করে জেলা ও উপজেলাগুলোকে নির্বাচন করা হয়েছে : (১) ২০১৬/১৭ সালের খানা জরিপ (Household Income and Expenditure Survey (HIES)) থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী কমপক্ষে ৩০% দারিদ্র্যের প্রকোপ রয়েছে এবং/অথবা কোভিড-১৯ দারিদ্র্যের প্রকোপতার উপর প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রাক্কলিত হিসাব পাওয়া যাচ্ছে; (২) প্রতিটি জেলার অন্তত যে তিনটি উপজেলায় দারিদ্র্যের প্রকোপ[২] ৩০% এর বেশি; (৩) পুনরাবৃত্তি এড়ানো ও সমন্বয় প্রচেষ্টার কারণে অন্যান্য সহায়ক কর্মসূচি থেকে বিদ্যমান সহায়তার মাত্রা। শর্তাবলি নির্ধারণের এই ছক (metrics) ব্যবহার করে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পর আওতাধীনের ২১টি জেলার মধ্যে ৫টি জেলার অবস্থান রয়েছে দেশের পশ্চিমাংশে, যে অঞ্চলে বৈশ্বিক মহামারির পূর্বেই দারিদ্র্যের বৃদ্ধি লক্ষ করা গিয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বর্তমানের NJLIP প্রকল্পর যেসব উপকারভোগী বৈশ্বিক মহামারির কারণে আবারো দারিদ্র্যে নিপতিত হয়েছেন, তাদের মধ্যেও এককালীন অতিরিক্ত নগদ অর্থ হস্তান্তর করবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি তৈরি করার পূর্বে NJLIP *প্রকল্পর উপকারভোগীদের উপর কোভিড-১৯য়ের অভিঘাত এবং নতুন এলাকাসমূহে প্রয়োজনীয় সহায়তা নির্ধারণের জন্য জরিপ* পরিচালনা করা হয়েছে ; যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান NJLIP'র উপকারভোগী ও নতুন উপকারভোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাত্রা ও ধরন নির্ণয় করা।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোটির উদ্দেশ্যাবলি ও অভীষ্ট লক্ষ্য

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোটির (ESMF) মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গকে একটি নির্দেশনা প্রদান করা, যাতে তারা প্রকল্পর উপকারভোগীদের কোনো বা কম ক্ষতি সাধন করে প্রকল্পর কার্যাবলির পরিকল্পনা, নকশা তৈরি এবং পরিবীক্ষণের কাজগুলো করতে পারেন। প্রকল্পটির কর্মকাণ্ডের দ্বারা পরিবেশগত ও সামাজিক বিপত্তি সংঘটিত হওয়া থেকে রক্ষা বা তাকে হ্রাস করতে ESMF সহায়তা করবে। কাঠামোটি প্রকল্প উন্নয়ন কাজে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবে এবং দেশের আইন ও সরকারি নির্দেশনায় বলা হয়নি এমন কার্যাদি গ্রহণে SDF'কে আগাম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহায়তা করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি (ESMF) সহায়তা করবে :

- প্রকল্প সম্পর্কিত সকল কার্যকলাপ চিহ্নিতকরণ, নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনাসমূহকে সমন্বয়সাধন করতে, যাতে কার্যকলাপসমূহ পরিবশগতভাবে স্থায়িত্বশীল এবং সামাজিকভাবে সম্ভবপর হয়;
- প্রকল্পর সকল কার্যাদির নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলোকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করতে;
- সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহকে, কর্মসূচিটির উপকারিতা ও অভিঘাতকে এবং কোনো উপকারিতা বৃদ্ধির সময়ে পরিহার বা কমিয়ে আনতে হবে এমন ঝুঁকি ও অভিঘাত ব্যবস্থাপনার পন্থাকে চিহ্নিত করতে সমন্বয়সাধনমূলকভাবে বিষয়গুলোকে বিবেচনা করতে।

এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোটির (ইএসএমএফ) অভীষ্ট লক্ষ্য হল পরিবেশগত ও সামাজিক নিরূপণ ও ব্যবস্থপনার জন্য একটি কাঠামোর রূপরেখা দেয়া, বিশ্বব্যাংকের নীতির অধীনে গড়ে তোলা প্রকল্পর কার্যকলাপের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচারচর যে সকল সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যু জড়িত থাকে, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে পূর্ণাঙ্গভাবে

---

[২]

অবহিত করে রাখা। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোটি (ESF) ১০টি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড (ESSs) নিয়ে গঠিত হয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে ইএসএস ১ : পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা; ইএসএস ২ : শ্রম ও কর্মপরিবেশ; ইএসএস ৩: সম্পদ ব্যবহারে দক্ষত দূষণ প্রতিরোধ এবং ব্যবস্থাপনা; ইএসএস ৪ : কমিউনিটি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা; ইএসএস ৫ : ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহারের উপর বাধানিষেধ এবং অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন (Involuntary Resettlement); ইএসএস ৬ : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সক্রিয় প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা; ইএসএস ৭ : আদিবাসী জনগোষ্ঠী/সাব-সাহারান আফ্রিকাবাসী ঐতিহাসিকভাবে অপ্রতুল সেবাপ্রাপ্ত এবং সনাতনী কমিউনিটি; ইএসএস ৮ : সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার; ইএসএস ৯ : আর্থিক মাধ্যম; ইএসএস ১০ : অংশীদারদের জড়িত হওয়া।

প্রকল্পটির লক্ষ্য এলাকা হবে সারা দেশে বিস্তৃত ২০টি জেলার ৩,২০০ গ্রাম। তৎসত্ত্বেও, প্রকল্প বাস্তবায়নের এলাকা সম্পর্কিত বিস্তারিত এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো বর্তমান পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়নি। এ কারণে স্থান-নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক নিরূপণ (ESA) পরিচালনা করা যায়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা নিরূপণের জন্য একটি কাঠামো পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজের এলাকাগুলো নির্ধারিত হওয়া এবং এলাকা সম্পর্কিত বিস্তারিত অনুসন্ধান সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, কাজের সূচনাতেই প্রকল্প-নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাবে না। পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনাসমূহ বিষয়ে ESMFটি প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট তুলে ধরবে, যার ভিত্তিতে প্রকল্পর কার্যাবলি সম্পর্কিত সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট যাচাই তালিকা (checklist) বিবেচনা করা হবে এবং তা প্রকল্প নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে করে স্থায়িত্বশীলভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়সমূহ বাছাইয়ের নির্দেশনা প্রদান করে পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ (ESIA) প্রয়োগ করতে এবং প্রকল্প সৃষ্ট স্থানীয় ও নেতিবাচক কোনো ক্ষতিকে – বায়ু, মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর – পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব, কিন্তু কম তাৎপর্যপূর্ণ, অভিঘাতকে প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP) প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে। মানসম্পন্ন প্রশমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্ভাব্য নেতিবাচক অভিঘাতগুলোকে কমিয়ে আনা বা দূর করা যেতে পারে; এছাড়া, প্রকল্প থেকে উদ্ভূত কিছু উপকারী অভিঘাতকে বৃদ্ধি করার সুযোগও রয়েছে।

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের *পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা*, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার *কোভিড-১৯ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা*, এবং ব্যাংক কর্তৃত গৃহীত *ইএসএমএফ কোভিড-১৯ টেমপ্লেট* এর অনুসরণে ESMP'টিকে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা হবে। স্টেকহোল্ডারদেরকে জড়িত করার কাজগুলোর ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণকে কমানোর জন্য ব্যাংকের *কারিগরি নোট : বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট কার্যক্রমে জন মতবিনিময় এবং স্টেকহোল্ডারদের জড়িত করার ক্ষেত্রে জনসভা আয়োজনে যেখানে সীমাবদ্ধতা রয়েছে* অনুসরণ করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে। ESMF আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই টুলস সংজ্ঞায়িত করবে, যার মাঝে রয়েছে এককভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীবিষয়ক পরিকল্পনা (IPP), জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (GBV) যৌন শোষণ ও অন্যায় যৌন সুবিধা গ্রহণ বা অমর্যাদা (SEA) এবং নারী ও কিশোরীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ে অভিযোগের সুরাহা ব্যবস্থাপনা (GRM) ইত্যাদিও মতো বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচারণা/প্রশমনমূলক পদক্ষেপসমূহ। এছাড়াও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাবিষয়ক সেবাদানকারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দও থাকবে।

ESMF'টি বাস্তবায়নকারী সংস্থার – SDF – নির্ধারিত কর্মী এবং প্রকল্পর উপকারভোগীদের জন্য প্রকল্পর কর্মকাণ্ডর অংশসমূহ দেখাশোনা এবং পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবার বিষয়সমূহ পরিবীক্ষণ করার ক্ষেত্রে নির্দেশিকার সহায়তা করবে। ESMF'টি একটি সক্রিয় দলিল হিসাবে থাকবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ে সময়ে পর্যালোচনা ও হালানাগাদ করা হবে।

নীতি, আইন এবং নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যেকোনো প্রস্তাবিত প্রকল্পের এবং তার সংশ্লিষ্ট অংশগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহকে মোকাবেলা করতে এবং বিরূপ অভিঘাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সুনির্দিষ্ট বিধি, নীতিমালা এবং নির্দেশিকা রয়েছে। এছাড়াও, সরকার প্রকল্পর পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর (ESF) সাথে প্রাসঙ্গিক বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক মানদণ্ডকে পর্যালোচনা করে থাকে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ব্যতিরেকেও, চলমান কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত স্বাস্থ্য সেবা মহাপরিচালকের দফতর (DGHS) সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশিকা প্রদান করেছে। সরকার প্রাণঘাতী নতুন করোনা ভাইরাসকে (কোভিড-১৯) 'সংক্রামক ব্যধিসমূহ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল) অ্যাক্ট ২০১৮'তে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কোভিড-১৯ বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা অমান্যকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের আইনগত ভিত্তির কথা জারি করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ইস্যু বিষয়সমূহকে ILO পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য কনভেনশন, ১৯৮১ (নম্বর ১৫৫), ILO পেশাগত স্বাস্থ্য সেবাসমূহ কনভেনশন, ১৯৮৫ (নম্বর ১৬১), ILO নির্মাণ কাজে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য কনভেনশন, ১৯৮৮ (নম্বর ১৬৭), WHO

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধিসমূহ ২০০৫; WHO 'র জরুরি সাড়া প্রদান কাঠামো, ২০১৭; দ্বারা মোকাবেলা করা হবে। নারী শ্রমিক, ভঙ্গুরগোষ্ঠীর (vulnerable groups) শ্রমিক (যেমন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) গোষ্ঠী এই সকল দেশীয় আইন দ্বারা সুরক্ষিত হবেন।

সামগ্রিকভাবে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি দেশের বিরাট অঞ্চল জুড়ে (২০টি জেলা) বিস্তৃত ধরনের পরিবেশগত এবং সামাজিক উপাদানকে ঘিরে কর্মকাণ্ড শুরু করতে যাচ্ছে; যার মধ্যে রয়েছে পুনর্বাসন/নির্মাণ – বড়সংখ্যক ছোট আকারের অবকাঠামো; যেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদফতরের ইসিআর '৯৭য়ের ভিত্তিতে তফসিলের 'অরেঞ্জ-এ অথবা কিছু অরেঞ্জ-বি বর্গভুক্ত' এবং বিশ্বব্যাংকের মান অনুযায়ী 'মধ্যম' বর্গভুক্ত হবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ

RELI প্রকল্পটির অধিকাংশ অভিঘাতসমূহ উপেক্ষণীয়, স্বল্পস্থায়ী, স্থান-নির্দিষ্ট এবং প্রশমনযোগ্য হিসাবে ধার্য হওয়ায় প্রকল্পটির পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি 'মধ্যম' গোছের হিসাবে নির্ণিত হয়েছে। প্রকল্পটির পরিবেশগত যাচাই প্রতিবেদন হচ্ছে :

ইএসএস ১ : পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহ এবং অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা

সবগুলো প্রাসঙ্গিক মানদণ্ড (ইএসএস ১, ইএসএস ২, ইএসএস ৩, ইএসএস ৪, ইএসএস ৫. ইএসএস ৬, ইএসএস ৭. ইএসএস ৮, ইএসএস ১০) সম্পর্কিত সকল প্রাসঙ্গিক ঝুঁকি এবং অভিঘাতকে যাচাই করে দেখা হবে। ঝুঁকিসমূহ যাচাইয়ের কাজটি সামাজিক সুরক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিকেও (প্রতিবন্ধিত্বসহ এবং যৌনতার ক্ষেত্রে পছন্দ বা ওরিয়েন্টেশন এবং জেন্ডার পরিচয়) ভঙ্গুর জনগোষ্ঠী (vulnerable groups) চিহ্নিতকরণকে ব্যাপৃত করবে; বিশ্বব্যাংকের ভালো দৃষ্টান্তের চর্চাবিষয়ক নোট (GPN) এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহ এবং অভিঘাত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা অংশটিকে অনুসরণ করে যৌন শোষণ এবং অন্যায় যৌন সুবিধা গ্রহণ বা অমর্যাদা এবং যৌন হয়রানির (SEA/SH) ঝুঁকি নিরূপণ করবে।

প্রকল্পটি বায়ু, মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর স্থানভিত্তিক এবং পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম নেতিবাচক ও কম তাৎপর্যপূর্ণ অভিঘাত তৈরি করতেও পারে। তা সত্ত্বেও, মানসম্পন্ন প্রশমনমূলক পদক্ষেপ নেবার মাধ্যমে সম্ভাব্য নেতিবাচক অভিঘাতগুলোকে কমিয়ে আনা অথবা নির্মূল করা যেতে পারে। তাছাড়া, প্রকল্পর মাধ্যমে সৃষ্ট উপকারী অভিঘাতগুলোকে বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং, প্রত্যাশা করা যায়, প্রকল্পটির ইতিবাচক অভিঘাতগুলো বহুলাংশে সম্ভাব্য নেতিবাচক অভিঘাতগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে। কমিউনিটি অবকাঠামো নির্মাণ কাজসমূহ (CIW) দ্বারা নলকূপ স্থাপন, কালভার্ট ও মাটির রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, কমিউনিটি পায়খানা/প্রস্রাবখানা তৈরি; নর্দমা, পানির ট্যাঙ্ক নির্মাণ; জেলা, গুচ্ছ ও গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় নির্মাণ; পানি বিশুদ্ধকরণ/লবনমুক্তকরণ প্ল্যান্ট নির্মাণের মতো কাজগুলো দূষণ তৈরি করতে পারে; যা আশপাশের মাটি, পানি, বায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর স্থানীয়ভিত্তিতে কম তাৎপর্যপূর্ণ নেতিবাচক অভিঘাত ফেলতে পারে। পরিবেশগত আরেকটি সম্ভাব্য অভিঘাত তৈরি হতে পারে প্রকল্পের সহায়তায় গড়ে ওঠা বাড়িভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কারখানাসহ দুগ্ধখামার, হাঁসমুরগি প্রতিপালন, মৎস্য চাষ, কুটিরশিল্পর মতো গ্রামীণ জীবনজীবিকামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। এ ধরনের উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে, বিশেষত গৃহের আশেপাশে, স্থানীয়ভাবে দূষণ সৃষ্টি হতে পারে। আবারো বলা যায়, এসব অভিঘাত হবে তুলনামূলকভাবে স্থানভিত্তিক, পুনরুদ্ধারযোগ্য এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে সহজে নিয়ন্ত্রণসাধ্য।

এই প্রকল্পটির প্রধানতম অনুমেয় পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহ এবং অভিঘাতগুলো সম্পর্কিত হতে পারে : ১. পেশাগত এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার সঙ্গে; ২. পানি, বায়ু, শব্দদূষণ, মাটিদূষণ, অপচনশীল/বিষাক্ত/দূষিত বর্জ্য (solid waste) তৈরি এবং এসবের ব্যবস্থাপনা থেকে; ৩. প্রকল্পর কার্যাবলি দ্বারা সৃষ্ট উপযুক্ত উপকারসমূহ আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য নিশ্চিত করা; ৪. SEA/SH এর ঝুঁকি/সম্ভাবনাগুলোর ব্যবস্থাপনা ও প্রশমন করা; ৫. শিশুশ্রমের ঝুঁকি; এবং ৬. বিকল্প জীবনজীবিকার কার্যবলির আওতায় উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ। এই সকল ঝুঁকির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে।

ইএসএস ২ : শ্রম ও কর্মপরিবেশ

প্রকল্পটির জন্য একটি পৃথক শ্রম ব্যবস্থাপনা কার্যপ্রণালী (LMP) প্রস্তুত করা হয়েছে; যেখানে দেশের আইন ও এই ইএসএসটির ভিত্তি প্রকল্পর কর্মীদের ব্যবস্থাপনার পন্থা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এটিতে প্রকল্প কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এমন বিভিন্ন ধরনের কর্মীদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রকল্পর কার্যাবলি থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং শিশুশ্রম, বলপূর্বক শ্রমে নিয়োজন, অভিবাসী বা মৌসুমি শ্রমিক, নারী ও ভঙ্গুর গোষ্ঠীদের প্রতি বৈষম্য; বাইরের শ্রমিকদের আগমন, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্ত, সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এবং জরুরি অবস্থা, SEA/SH প্রভৃতির মতো ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম পরিবেশের উপাদানকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইএসএস ২ সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ এবং অভিঘাতগুলোকে যাচাই করার ক্ষেত্রে, বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সাধারণ পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকাগুলো এবং নির্মাণ উপকরণ খনন শিল্পখাত নির্দেশিকাগুলোকে বিবেচনায় নেয়া বা উল্লেখ করা হবে। অন্যান্য ব্যাংক নির্দেশিকা নোটগুলোও নির্দেশিত হয়েছে : যেমন, বাইরে থেকে শ্রমিক আগমন ব্যবস্থাপনার ভালো চর্চা বিষয়ে নোট, বড়

আকারের নির্মাণ কাজে বিনিয়োগ অর্থায়ন প্রকল্পে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় ভালো চর্চা বিষয়ে নোট (Good Practice Note), পরিবেশগত এবং সামাজিক ঘটনায় সাড়া প্রদানের টুলকিট (পূর্বতন SIRT) এবং ব্যাংকের আহরণ কাঠামো অনুযায়ী আহরণ প্রক্রিয়ায় ESHS'কে অঙ্গীভূত করা।

ইএসএস ৩ : সম্পদ বিষয়ক দক্ষত এবং দূষণ প্রতিরোধ এবং ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পটির অংশ ১ থেকে ৩য়ে সম্পদের ব্যবহার ও দক্ষতা এবং দূষণ যাচাই করা হবে এবং প্রকল্পটি কীভাবে দূষণ প্রতিরোধ ও সামাল দিতে পারে তা নির্ধারণ করা হবে। এই ইএসএসটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক এবং ক্ষতিকর উপকরণের ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিয়েছে এবং ঐতিহাসিক দূষণ এবং সার্বিকভাবে দক্ষতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবহারের বিষয়গুলোকে ধারণ করেছে।

সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতার ক্ষেত্রে, প্রকল্পটি এবং এর অভিঘাত যাচাই প্রক্রিয়া সম্ভবপর দক্ষতর পন্থাগুলোকে চিহ্নিত করবে : (১) জ্বালানি ব্যবহারে; (২) পানির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায়, যাতে নির্মাণ/সংস্কার কাজের ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার ন্যূনতম রাখা এবং পানি সম্পদের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রাখা যায়; এবং কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষি উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ দেখা এবং সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রকল্পের কাজের ছাপকে লঘুতর করতে সম্পদের পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে জৈবসার প্রস্তুত করা।

জৈব ও প্রাকৃতিক সার ব্যবহারকারী প্রকল্পগুলো দূষণ প্রতিরোধ করবে এবং প্রতিরোধমূলক ও ব্যবস্থাপনাগত পদক্ষেপগুলো অনুপযুক্তভাবে কাজ এবং রক্ষণাবেক্ষণ, বর্জ্যপানি কৃষিক্ষেত্র থেকে পুকুরে গিয়ে মেশা অথবা প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ধুলা ও ধোঁয়াজাতীয় পদার্থ নির্গত হওয়ার মতো সম্ভাব্য উৎস থেকে সৃষ্ট দূষণের অভিঘাতকে কমাতে পারে (অফসেট)। এমন ঘটনা রেলিপ এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং বর্জ্য দ্বারা দূষণ ব্যবস্থাপনায় করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়।

ইএসএস ৪ : কমিউনিটি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সংশ্রবে আসা উপকারভোগীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর প্রকল্পর সম্ভাব্য ঝুঁকি ও অভিঘাত নিরূপণ করার কার্যপ্রণালীর রূপরেখা প্রদান করেছে।

নগদ অর্থ হস্তান্তরের মতো প্রকল্পের অনেকগুলো কাজ বাংলাদেশের সমাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, যৌন শোষণ/অন্যায় যৌন সুবিধা গ্রহণ বা অমর্যাদার (SEA/SH) ঘটনার সহজাত ঝুঁকি বহন করে। ESMF SEA/SH সম্পর্কিত ঝুঁকি চিহ্নিত করার ও এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে। উপরন্তু, SDF ইতিমধ্যে একটি যৌন শোষণ/অন্যায় যৌন সুবিধা গ্রহণ বা অমর্যাদার ঘটনাবিষয়ক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করেছে, যা সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলোকে চিহ্নিত করে সেসব প্রশমনে নেয়া পদক্ষেপসমূহকে বিস্তারিত করেছে। বিস্তারিত এই ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে SEA/SH ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেবাদানকারী নিয়োগসহ সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগ দাখিল পদ্ধতি (GM) চালু করা। প্রকল্পের অপারেশনাল ম্যানুয়ালেও প্রকল্পের কর্মীদের জন্য SEA/SH সম্পর্কিত একটি আচরণবিধি (Code of Conduct) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নির্মাণ কাজের কারণে শব্দ, কম্পন, ধুলার দূষণ এবং বর্জ্য ফেলা/ব্যবস্থপনার বিষয়গুলোকে; এগুলো হবার সম্ভাবনা খুব কম হলেও; কমিউনিটিকে এসব থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের কারণেও কমিউনিটির উপর ক্ষণস্থায়ীভাবে বিরূপ অভিঘাত পড়তে পারে। কমিউনিটির স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব এড়াতে পর্যাপ্ত প্রকৌশলগত এবং স্বাস্থা ও নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ইএসএস ৫ : ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ এবং অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন

প্রস্তাবিত প্রকল্পটির জন্য কোনো ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে না। কমিউনিটি সংগঠনগুলোর কার্যালয়, গ্রামীণ রাস্তা ও মেঠোপথ মেরামত/সংস্কার এবং গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের ব্যাপারগুলো ইচ্ছুক ক্রেতা, ইচ্ছুক বিক্রেতা পন্থার উপর নির্ভর করবে।

ইএসএস ৬ : জীববৈচিত্য সংরক্ষণ এবং সক্রিয় প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পটি বন বা সংরক্ষিত এলাকার উপর কোনো অভিঘাত তৈরি করবে বলে প্রত্যাশিত নয়; কিন্তু কমিউনিটি অবকাঠামোর নির্মাণ কাজের ফলে স্বল্প আয়তনের ভূমির উপর অভিঘাত পড়তে পারে এবং বাড়িগুলোতে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আসতে পারে, যার কারণে গ্রামীণ জীববৈচিত্র্যের উপর কিছু অভিঘাত তৈরি হতে পারে। তা সত্ত্বেও, বিপুল গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এসব ক্ষুদ্র আকৃতির পরিবর্তন ঘটার ফলে ক্ষতি পুষিয়ে যাবে।

ইএসএস ৭ : আদিবাসী জনগোষ্ঠী/ ঐতিহাসিকভাবে অপ্রতুল সেবাপ্রাপ্ত সাব-সাহারান আফ্রিকাবাসী এবং সনাতনী কমিউনিটি

প্রকল্পটির উপকারভোগী হিসাবে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ক্ষুদ্র নৃজাতিগত মানুষ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন হয়তো। প্রকল্পর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে তাদের প্রয়োজনগুলোর দিকে নজর দেবার জন্য ক্ষুদ্র নৃজাতিগত এবং ভঙ্গুর কমিউনিটির (SEVC) সঙ্গে একাধিক দক্ষ ও অর্থবহ মতবিনিময় সভার মাধ্যমে প্রকল্পটির ক্ষুদ্র নৃজাতিগত এবং ভঙ্গুর কমিউনিটি উন্নয়ন কাঠামোটি (SEVCDF)

পৃথকভাবে তৈরি করা হয়েছে। কারণ, ইতিমধ্যেই তারা অত্যন্ত প্রান্তিক হবার কারণে কোনো সহায়তা ছাড়া উন্নয়ন হয়তো থেকে উপকৃত হতে পারবেন না। ক্ষুদ্র নৃজাতিগত এবং ভঙ্গুর কমিউনিটি উন্নয়ন কাঠামোটির আরো লক্ষ্য হচ্ছে কোনো নেতিবাচক অভিঘাতের সম্ভাবনাকে এড়ানো এবং কোনো ক্ষেত্রে বিরূপ অভিঘাত পরিলক্ষিত হলে উপযুক্তভাবে তা প্রশমনের ব্যবস্থা রাখা। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক মানদণ্ড (ESS) ৭ মানবাধিকার, মর্যাদা, আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়, সংস্কৃতি এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ সকল স্থানীয় কমিউনিটির প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক জীবনজীবিকার প্রতি পূর্ণ সম্মান নিশ্চিত করে।

ইএসএস ৮ : সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

সাংস্কৃতি উত্তরাধিকারের উপর অভিঘাত করে, RELIP প্রকল্পে এমন কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে না।

ইএসএস ৯ : আর্থিক মাধ্যম

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কোনো আর্থিক মাধ্যমকে নিয়োজিত করবে না।

ইএসএস ১০ : অংশীজনদের জড়িত হওয়া এবং তথ্য প্রকাশ করা

নারী, ভঙ্গুর এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতি মনোযোগ দিয়ে সকল সম্ভাবনাময় অংশীজনের সঙ্গে অর্থবহ মতবিনিময় পরিচালনা করা হবে। অংশীজনকে জড়িত করার একটি পৃথক পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ESMFয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সম্ভাব্য অভিঘাত এবং উপ-প্রকল্পর প্রকৃতি, মতবিনিময় এবং বিভিন্ন অংশীজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাকে বিবেচনা করেছে। জড়িত করা এবং তথ্যে অভিগম্যতা দেবার উদ্দেশ্য হল উপ-প্রকল্প সম্পর্কে সকল অংশীজনকে, বিশেষত, উপ-প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের (PAPs) সময়মতো তথ্য দেবার মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করা; এবং অংশীজনদেরকে প্রকল্পর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ ও অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ দেয়া।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ভিত্তিরেখা

পরিবেশগত এবং সামাজিক ভিত্তিরেখা জরিপটি (baseline) বিভিন্ন ধরনের অপ্রত্যক্ষ উৎসের (secondary sources) ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা SDF প্রাথমিক জরিপের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন পর্ব শুরুর পর্যায়ে বিশদ ভিত্তিরেখা জরিপ পরিচালনা করবে।

বর্তমান পরিবেশটি যাচাইয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো হাতের কাছে একটি পরিবেশগত ভিত্তিরেখা উপস্থিত রাখা, যার সাথে কোনও প্রকল্পের নির্মাণ ও পরিচালনা পর্বগুলি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য প্রভাবগুলির তুলনা করা যায়। পরিমাত্রাগুলোর (parameters) জন্য একটি ভিত্তিরেখা স্থাপনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিদ্যমান উৎসগুলোর থেকে উদ্ভূত যেকোনো সমস্যার কারণের জন্য পর্যেষণার (study) অধীনস্থ প্রকল্পটিকে ভুলভাবে দায়ী করা না হয় তা নিশ্চিত করা। এছাড়াও, আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি ভিত্তিরেখা জরিপ নির্দিষ্ট প্রকল্পের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উপাদানের বর্তমান অবস্থা নির্দেশ করে। বর্তমান সামাজিক পরিবেশ যাচাইয়ের মূল লক্ষ্য হলো একটি ভিত্তিরেখা সামনে রাখা, যার সাথে কোনও প্রকল্পের নির্মাণ ও পরিচালনা পর্বগুলি থেকে সম্ভাব্য প্রভাবগুলির তুলনা করা যেতে পারে।

পরিবেশগত ভিত্তিরেখা জরিপ দুটি দিকে বিভক্ত :

ভৌত পরিবেশঃ জলবায়ু/আবহাওয়া, ফিজিওগ্র্যাফি, ভূসংস্থান (topograph), ভূতত্ত্ব জিওমর্ফোলজি, মাটির ধরন এবং মান, পলির মান, ভূমির ব্যবহার, আশপাশের বায়ুর মান, শব্দর মাত্রা, কম্পনের মাত্রা, ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ পানির মান, ভূমিকম্প, নিকাশীব্যবস্থা এবং জলবিজ্ঞান (drainage and hydrology), বন্যার গতিপ্রকৃতি, ঘূর্ণিঝড়ের গতিপ্রকৃতি, অস্থিত এবং ক্ষয়প্রবণ অঞ্চল, পলিমাটি, ইত্যাদি।

জৈবিক পরিবেশ : বাংলাদেশের জৈব-প্রতিবেশ অঞ্চল (bio-ecological zones), প্রতিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল (সংরক্ষিত অঞ্চল, রিজার্ভ অরণ্য, ইকো-পার্ক, জলাভূমি), উদ্ভিদ এবং প্রাণীজ প্রজাতির বৈচিত্র্য, বিরল ও হুমকীর মুখে থাকা প্রজাতি, মানুষ কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার।

এছাড়া, আর্থ-সামাজিক ভিত্তিরেখায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে :

আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আবাসনের অবস্থা, স্বাক্ষরতা এবং শিক্ষা; পেশা ও বার্ষিক আয়ভিত্তিক আয়ের বন্টন, জেন্ডারবিষয়ক তথ্যাদি, আদিবাসী ও ভঙ্গুর গোষ্ঠী বিষয়ে তথ্য, বসত স্থাপন ও ব্যবসার বর্তমান ধরনের মতো জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন-জড়ো করা তথ্যগুলির মধ্যে জল সরবরাহ, বিদ্যুতের উৎস ইত্যাদির মতো অবকাঠামোগত সুবিধাগুলি, রাস্তার ধরন, নেটওয়ার্ক, অভিগম্যতার অবস্থা ইত্যাদির মতো পরিবহনবিষয়ক তথ্য; কুটিরশিল্পসহ শিল্প এবং পর্যটন সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

RELI প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রধান পরিবেশগত এবং সামাজিক অভিঘাতসমূহ

RELI প্রকল্পটিকে বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকির বর্গায়ন তালিকানুযায়ী 'মধ্যম' মাত্রার হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে লক্ষ্য পরিবারগুলোর জন্য নগদ অর্থ হস্তান্তর, উপকারভোগীদের জন্য দলীয় সঞ্চয় এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক সহায়তা সেবা; বর্তমানে চলমান কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হবে জীবনজীবিকার উন্নয়নে এবং কমিউনিটির নেয়া পরিকল্পনাতে অবদান রাখতে সক্ষম কার্যাবলিতে। কমিউনিটির সমাবেশীকরণের (mobilization) সময় জলবায়ু সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধার করে পূর্বাবস্থায় ঘুরে দাঁড়াবার প্রাণশক্তি সঞ্চার করামূলক কর্মকাণ্ডেও প্রকল্পটি উপকারভোগীদেরকে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা যোগাবে তাদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলবায়ু সৃষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে।

অন্যান্য প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর সাথে প্রকল্পটিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সকল ক্ষেত্রেই উপকারভোগীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হবেন নারীরা, যারা বাংলাদেশের সনাতনী সমাজে সাধারণত সুবিধাবঞ্চিত অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। এই লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠী এবং ভঙ্গুর কমিউনিটি উন্নয়ন কাঠামোটি (SEVCDF) তৈরি করা হয়েছে, যা আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক কমিউনিটির পূর্ণ এবং অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পুঙ্খানুপুঙ্খ পন্থা গ্রহণ করেছে।

প্রকল্পটির সাথে পরিবেশগত ও সামাজিক যেসব প্রধান অনুমিত ঝুঁকির সম্পর্ক রয়েছে : (১) পেশাগত এবং কমিউনিটির স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা, (২) পানি, বায়ু ও শব্দদূষণ, মাটির দূষণ, বর্জ্য সৃষ্টি ও তার ব্যবস্থাপনা; (৩) আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য প্রকল্পর কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত উপকারসমূহ নিশ্চিত করা; (৪) যৌন শোষণ এবং অন্যায় যৌন সুবিধা লাভ বা অমর্যাদা এবং যৌন হয়রানির ঘটনা না ঘটার ব্যবস্থাপনা ও প্রশমিত করা এবং (৫) শিশুশ্রমের ঝুঁকি। এই সবগুলো বিষয়ের প্রতিই উপযুক্ত প্রশমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত RELI প্রকল্পের বাস্তবায়িত হবে এমন সব কার্যাবলির সামগ্রিক অভিঘাত নিরূপণ থেকে জানা যায় যে, সম্ভবত বেশিরভাগ নেতিবাচক অভিঘাতকে মানসম্পন্ন প্রশমনমূলক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে কমানো বা নির্মূল করা যেতে পারে; প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে সৃষ্ট উপকারী কিছু প্রভাবকে বাড়ানোর সুযোগও রয়েছে। RELI প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিকে 'মধ্যম' মাত্রার হিসেবে ধরা হয়েছে; কারণ এর অধিকাংশ অভিঘাতই উপেক্ষা করার মতো, স্বল্প-মেয়াদী, স্থান-নির্দিষ্ট এবং প্রশমনযোগ্য। পরিবেশগত নিরূপণ পর্যেষণা (study) অর্থাৎ, IEE, পেশাদার অভিমত এবং জনপরামর্শের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণকে প্রকল্পের প্রতিটি অংশের জন্য সংশোধন এবং বিস্তৃত করবে।

প্রকল্পের স্থান সম্পর্কিত সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক অভিঘাতসমূহ

স্থান-নির্দিষ্ট ভূমির আওতা এবং ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনসমূহ :

উপজেলা ও জেলাগুলিতে বিদ্যমান বহুতল ভবনের সুবিধাসমূহসহ রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ, কালভার্ট, অফিস ভবন, বাজার উন্নয়ন কেন্দ্র, পানি পরিশোধনাগার নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং কৃষির অগ্রগতি সাধনে, বিশেষ করে শাকসবজির চাষ স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান জমি ব্যবহারে এবং এসব কাজে ব্যবহারে জমির আওতায় পরিবর্তন আনতে পারে। এরফলে যদিও সম্ভাব্য নেতিবাচক অভিঘাতগুলো নির্মাণস্থলের মধ্যে সীমিত থাকবে এবং ভূমি পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হবে।

ভঙ্গুর ও সুবিধাবঞ্চিতগোষ্ঠী/কমিউনিটি/ব্যক্তিদের উপর অভিঘাত :

সুবিধাবঞ্চিত মানুষ, যুবাগোষ্ঠী, নারী, ক্ষুদ্র আদিবাসীগোষ্ঠী, ভঙ্গুর কমিউনিটি প্রভৃতির দক্ষতা এবং জীবনজীবিকা উন্নয়নে সামগ্রিক সহায়তা প্রদানের জন্য RELI প্রকল্পটিকে সাজানো হয়েছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য এক গুচ্ছ লক্ষ্যনির্দিষ্ট সক্ষমতা তৈরি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখা, দারিদ্র্য হ্রাস করা এবং পরিবেশের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি করা। সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী, নারী এবং যুবসমাজকে লক্ষ্য করে গৃহীত প্রকল্পটির কার্যক্রম কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং কাজের সুযোগ বাড়াবে। তবে, জেন্ডার সংবেদনশীলতার এবং সমান প্রতিনিধিত্ব থাকার নিশ্চয়তাসহ সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ পরিবেশের অভাবের কারণে এসব কার্যক্রমে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যের ঝুঁকিও রয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক অভিঘাতসমূহ

বায়ু দূষণ

যানবাহন চলাচল, নির্মাণ সরঞ্জাম ও জেনারেটর পরিচালনাসহ নির্মাণ কার্যক্রম থেকে বায়ু দূষণ হতে পারে। প্রকল্পটিতে পুনর্বাসন/নির্মাণ/বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামোগুলোর সম্প্রসারণ কাজ (civil works) জড়িত রয়েছে। অফিস ভবন, শ্রেণিকক্ষ,

স্যানিটেশন সুবিধা, পানি পরিশোধনাগারের পাশাপাশি রাস্তাঘাট ও কালভার্ট নির্মাণের কাজ থাকবে। বহুতল বাজার উন্নয়ন কেন্দ্র এবং অফিস নির্মাণের ফলে খননসরঞ্জাম থেকে দূষণ নির্গমন হতে পারে।

পানি দূষণ

ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি দূষণ – প্রকল্পের নির্মাণ/স্থাপনা কাজ থেকে তৈরি বর্জ্যগুলি অনুপযুক্তভাবে ফেলার কারণে প্রকল্প সংলগ্ন জলাশয়গুলি দূষিত হতে পারে। অফিস এবং গুদামঘরের মতো নির্মাণস্থলগুলো থেকে ন্যূনতম পরিমাণে তরল বর্জ্য তৈরি হবে। তা পানি দূষণের অন্যান্য সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। দুর্ঘটনাক্রমে জ্বালানি, তেল চুঁইয়ে পড়া এবং নির্মাণের জায়গা থেকে তরল বর্জ্য ছেড়ে দেওয়া। উপকারভোগীরা গোবর/হাঁস-মুরগির খামার থেকে কিছু জৈব বা প্রাকৃতিক সার তৈরি করতে পারেন; যা থেকে পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে অভিঘাত পড়তে পারে।

মাটি দূষণ

বালু ও মাটি, যানবাহন/যন্ত্রপাতি থেকে দুর্ঘটনাক্রমে ছড়িয়ে পড়া; নির্মাণ-অফিস এবং শ্রমিকদের থাকার জায়গার গৃহস্থালি কঠিন বর্জ্য থেকে অল্পবিস্তর মাটি দূষিত হতে পারে। পায়খানার বর্জ্য (মল) থেকেও মাটি দূষণ হতে পারে। এছাড়াও, কৃষি ও প্রাণীসম্পদভিত্তিক কাজের কারণে উৎপন্ন জৈব বর্জ্যগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেও মাটির গুণাগুণ বিনষ্ট হতে পারে।

শব্দ দূষণ

যানবাহন চলাচল, নির্মাণ/স্থাপনকারী সরঞ্জামাদি এবং জেনারেটরগুলির পরিচালন থেকে অল্প শব্দ হতে পারে। নির্মাণস্থল সংলগ্ন স্কুল, ধর্মীয় স্থান এবং জনাকীর্ণ বাজার এলাকাগুলো প্রকল্পের এলাকায় বিশেষভাবে স্বল্পমাত্রার শব্দ তৈরি করে।

জমি ভরাটের অভিঘাত (নতুন নির্মাণ স্থলে)

বাজার উন্নয়ন কেন্দ্র এবং অফিসগুলোর প্রস্তাবিত নির্মাণ, যদি খুব যত্ন সহকারে পরিকল্পনা করা না হলে এবং জমি ভরাট উপকরণ সংগ্রহের উপর নজর রাখা না হলে। জমি ভরাটের কাজে ফসলি জমির উপরের স্তরের মাটির ব্যবহার, পাহাড়ের মাটি কাটা এবং নদীর তলা থেকে বেআইনিভাবে বালু উত্তোলন অবশ্যই এড়াতে হবে।

কঠিন এবং বিপজ্জনক বর্জ্য সৃষ্টি

বিরূপ পরিবেশ, মানবস্বাস্থ্য এবং নান্দনিক অভিঘাত এড়ানোর জন্য বর্জ্য দায়িত্বোধের সাথে ফেলা হয়। এসব বর্জ্য অনুপযুক্তভাবে ফেলার কারণে মাটি এবং পানি দূষণের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠী, পশুসম্পদ, পানি ও স্থলে বাসকারী প্রাণীকূলে স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে।

বসতভিটার বৃক্ষ কর্তন

প্রকল্পটি সংরক্ষিত অঞ্চলে কোনও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে না। তবে, বাজার উন্নয়ন কেন্দ্র এবং অফিস ভবনগুলির জন্য প্রস্তাবিত নির্মাণ স্থলগুলোর জন্য গাছ কাটা এবং গাছপালা অপসারণের প্রয়োজন হতে পারে। তবে প্রকল্পটি যতটা সম্ভব গাছ বা গাছপালা অপসারণ এড়াতে বা এ ধরনের কাজ কমাবার চেষ্টা করবে।

নির্মাণস্থল পরিচ্ছন্ন এবং পুনরুদ্ধার করা

নির্মাণ কার্যক্রম শেষ হবার পরে, অবশিষ্ট নির্মাণ সামগ্রী, আবর্জনা, নষ্ট মালামাল, ভাঙাচুরা জিনিসপত্র এবং কর্মশালার এবং শ্রমিকদের শিবিরের অন্যান্য বর্জ্যগুলো প্রাকৃতিক নিকাশীব্যবস্থা (natural drainage) এবং সেচনালাগুলোকে আটকে দেয়াসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সম্ভাব্য বাধা ও ঝামেলা তৈরি করতে পারে।

দারিদ্র্য এবং আর্থ-সামাজিক অসহায়ত্বের উপর অভিঘাতসমূহ

সুবিধাবঞ্চিত মানুষ, যুবসম্প্রদায়, নারী, ক্ষুদ্র আদিবাসী গোষ্ঠী, শ্রমজীবী, কম সুবিধাপ্রাপ্ত এবং দুর্বল জনগোষ্ঠী প্রভৃতির কারিগরি দক্ষতা এবং জীবনজীবিকা বৃদ্ধির উপর RELI প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রকল্পটি তাদের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখবে। সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী, নারী এবং যুবসম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে এই প্রকল্পের কার্যক্রম কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং কাজের সুযোগ বাড়িয়ে তুলবে। তবে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে জীবনজীবিকা ও আয়ের সুযোগগুলোর উপর অতিরিক্ত ঝুঁকি থাকতে পারে।

শ্রম ও কর্মপরিবেশ

ভৌতকাঠামো নির্মাণ (civil) এবং অবকাঠামো সম্পর্কিত কাজগুলোর জন্য প্রত্যক্ষ, চুক্তিবদ্ধ এবং প্রাথমিক কর্মী নিয়োগের বিষয় জড়িত রয়েছে। স্বল্প আকৃতির ভৌতকাঠামো নির্মাণ কাজের কারণে, অন্যান্য অঞ্চল থেকে শ্রমিকের আগমন, যদি তেমন প্রয়োজনও দেখা দেয়, হবে সীমিত। প্রকল্প এলাকাগুলোতে লভ্য নয় এমন দক্ষ শ্রমিকদের বাদ দিয়ে, বেশিরভাগ শ্রমিককে স্থানীয়ভাবে নিয়োগ দেয়া হবে। যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাবে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি, বসবাসের দুস্থ পরিবেশ,

দুর্ঘটনাজনিত বিপত্তি ঘটতে পারে। এছাড়াও, প্রকল্পের মধ্যে কোনো শিশু শ্রম ও জোরপূর্বক শ্রম, মানব পাচার, জেন্ডার সহিংসতার অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

নির্মাণস্থলগুলো হলো গুরুত্বপূর্ণ স্থান যা শ্রমিকদের পাশাপাশি আশেপাশের কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ঝুঁকির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। সাধারণত, নির্মাণ/পুনঃর্নির্মাণ কর্মকাণ্ডে নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার, ভারী সরঞ্জাম উত্তোলন ও চালানো, যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি পরিচালনা, পানির নিকটে বা উচ্চতায় কাজ করার সময় নির্মাণস্থলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য বিপদ সৃষ্টি হতে পারে। যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া নির্মাণ কাজগুলো নির্মাণ শ্রমিক এবং নির্মাণস্থল পরিদর্শনকারীদের জন্য স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। অধিকন্তু, বিকল্প জীবনজীবিকা কার্যাবলির অধীনে বিভিন্ন উপ-প্রকল্পগুলি কঠিন এবং তরল বর্জ্য সৃষ্টি করতে পারে যা স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বাস্তবায়নের সময় যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা না নেওয়া হলে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। ভাইরাসটি অত্যন্ত সংক্রামক প্রকৃতির হওয়ায় WHO এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সুপারিশকৃত নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ না করা হলে নির্মাণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের সময় গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

কমিউনিটি স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা

প্রকল্পের কার্যাবলিতে সরঞ্জাম বা অবকাঠামোর সংশ্রবে আসা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রকল্প স্থলে ভারী যানবাহন চলাচল বৃদ্ধির কারণে আঘাত পাবার বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়াও, সঠিক সতর্কতামূলক চিহ্ন এবং বেষ্টনি না থাকলে, জনসাধারণ নির্মাণস্থলে প্রবেশ করে আহত হওয়া বা মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এই নিরূপণের উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের সময়সীমায় কমিউনিটির স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার উপর বিরূপ প্রভাব এড়ানো এবং ঝুঁকি হ্রাস করা। নিরূপণটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এবং কমিউনিটির উপর তাদের অভিঘাতগুলোর উপর আলোকপাত করবে :

- অবকাঠামো এবং সরঞ্জাম
- বিপজ্জনক পদার্থ, রাসায়নিক এবং বর্জ্য
- ইকোসিস্টেম পরিষেবাসমূহ (Ecosystem services)
- ব্যাধির সংশ্রবে আসা, বিশেষত কোভিড-১৯
- জরুরি প্রস্তুতি এবং তাতে সাড়া প্রদান

অনিচ্ছামূলক পুর্নবাসনের অভিঘাতসমূহ

প্রকল্পটি অনিচ্ছামূলক অধিগ্রহণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিগত জমি নেবে না এবং প্রকল্পের আওতাধীন কার্যাবলির জন্য বাসিন্দাদের কোনো বাস্তুচ্যুতি ঘটাবে না। কমিউনিটি সংগঠনগুলোর অফিস ভবন নির্মাণ, গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট ও পায়ে হাঁটাপথ মেরামত/পুনঃর্নির্মাণ এবং গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জমি ক্রয় ইচ্ছুক ক্রেতা, ইচ্ছুক বিক্রেতা পন্থার উপর নির্ভর করবে। কমিউনিটি সংগঠনের অফিস ভবনগুলি ইচ্ছুক ক্রেতা, ইচ্ছুক বিক্রেতা পন্থার উপর নির্ভর করবে। কমিউনিটির পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের সাথে গ্রামীণ রাস্তা ও পায়ে হাঁটাপথগুলোর সংস্কার ও পুনঃর্নির্মাণ স্বেচ্ছায় জমি দানের উপর নির্ভর করবে।

জেন্ডারভিত্তিক ভঙ্গুরতা

প্রকল্পগুলির উপকারিতাগুলো প্রায়শই অনুপাতহীন বা অসমভাবে পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে বিভাজিত হয়; অতএব, এই প্রকল্পটি নিশ্চিত করবে যে প্রকল্প সম্পর্কিত কার্যাবলি এবং উপকারিতাগুলোয় নারীদের ন্যায়সঙ্গত অভিগম্যতা রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর্যায়ে আরও বেশি নারীকে অন্তর্ভুক্ত করার উপর জোর দেয়া। এই প্রকল্পের বেশিরভাগ সুবিধাভোগী হবেন নারী এবং তারা নির্মাণস্থল এবং অন্যান্য বাহ্যিক কার্যক্রমে জড়িত থাকবেন। এছাড়াও, উন্নত নিরাপত্তা, স্যানিটেশন, স্কুলে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা অধিকসংখ্য মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। উন্নত সড়ক পরিবহন ও বাজার উন্নয়ন বাজারের সুবিধাগুলিতে উন্নত অভিগম্যতা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় নারীদের উপকৃত করবে। কার্যকর সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার প্রচলন হলে চলাচল যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। তাতে, সুনির্দিষ্টভাবে হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচির মতো বিভিন্ন পরিষেবা সংস্থাগুলোতে যোগদানের জন্য নারীরা আরও ভাল অবস্থায় যেতে পারবেন। এই জাতীয় সংস্থাগুলোতে ঘন ঘন যাতায়াত নারীদের জ্ঞান এবং সচেতনতার স্তরকে উন্নীত করবে।

তবে, নির্মাণ শ্রমিকরা মূলত কম বয়সী পুরুষ হবার কারণে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার কিছু ঝুঁকি থাকতে পারে। যারা নির্মাণ কাজের জন্য বাড়ি থেকে দূরে আছেন, তারা সাধারণত তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হন এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক বলয়ের বাইরে কাজ করেন; যা নারী ও মেয়েদের যৌন হয়রানি, শোষণমূলক যৌন সম্পর্ক এবং নাবালিকাদের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্কের মতো অনুপযুক্ত ও অপরাধমূলক আচরণে দিকে ধাবিত হতে পারে। প্রকল্পটি জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, যৌন

শোষণ ও অন্যায় যৌন সুবিধা লাভ এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং নারী ও মেয়েদের জন্য একটি নিরাপদ এবং গ্রহণযোগ্য পরিবেশ তৈরি করবে।

বহুতল ভবন ও বাজার উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রবর্তনার ফলে অনিবার্যভাবে মানুষের চলাচল আরও বাড়বে, যা বেশ কয়েকটি সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে; যেমন, এইচআইভি/এইডসসহ যৌনরোগের সংক্রমণের বেশি সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে ব্যবসার মহাজন, ব্যবসায়ী ব্যক্তি, দক্ষ ও অদক্ষ অভিবাসী শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক প্রভৃতির বহিরাগতদের আগমনের প্রভাবে; এবং এর ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। প্রকল্পের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ঝুঁকি নিরূপণ যথাযথভাবে এই সম্ভাব্য নেতিবাচক অভিঘাতসমূহকে অনুমান করে, যা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এবং এমনকি তার পরেও হতে পারে।

বাংলাদেশ একটি রক্ষণশীল সমাজ হিসাবে রয়ে গেছে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নারী-পুরুষের মিথস্ক্রিয়া বিষয়ে কঠোর আচারবিধিসহ। তৎসত্ত্বে বাইরে থেকে আগত শ্রমিকরা স্থানীয় কমিউনিটির মেয়ে এবং নারীদের সাথে মেলামেশা করার সময় শ্রমিকদের দ্বারা উদ্ভূত জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকিগুলি প্রকল্পের জন্য অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণ/স্কুল ভবন সংস্কার/জল পরিশোধন কেন্দ্রের স্থাপনা/জীবনজীবিকার দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/বাজার ব্যবস্থা প্রবর্তন কার্যক্রম ইত্যাদি ঘটার সম্ভাব্য স্থান হবে পথের মুখ বা পথচারীদের যাতায়াতের রাস্তা, যা নারী ও মেয়েরা তাদের দৈনন্দি কাজের জন্য ব্যবহার করে এবং যা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। এইভাবে, জিএসের প্রকল্প সম্পর্কিত কর্মী এবং প্রকল্পের আশেপাশে যারা বাস করছেন তাদের মধ্যেও দুর্ব্যবহারমূলক আচরণ ঘটতে পারে এবং প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ির মধ্যেও দুর্ব্যবহারমূলক আচরণ দেখা যায়।

সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী, ভঙ্গুর নারী/যুব সম্প্রদায়/প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

প্রকল্পে ভঙ্গুর নারী, যুব সম্প্রদায় ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সমাজের সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ কার্যাবলি বাস্তবায়নের সময় চালু হবে, বিশেষত উদ্যোক্তাদের প্রবর্তনা এবং বাজার সংযোগগুলি, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি এবং একাডেমিক অনুশীলনগুলি বিবেচনা করে নকশাকৃত না হলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠীর উপর প্রভাব

প্রকল্পে জীবনজীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠীদের (SEC) জড়িত করে; যাদের ভাষা, সংস্কৃতি, পেশা এবং ঐতিহ্যসহ তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনায় আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আশা করা যায় যে প্রকল্পের কয়েকটি জেলায় অন্যান্য প্রান্তিক ও দুর্বল গোষ্ঠীর পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অনুপাতে জনবহুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠীগুলো (১) প্রকল্প দ্বারা সমর্থিত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলোতে অভিগমত্য পেয়েছে এবং (২) প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত ছোট-বড় ভৌত নির্মাণ কাজে (civil works) কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জড়িত হয়েছে, তা নিশ্চিত করতে তাদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বৈষম্যের নীতি প্রয়োগ করা হবে।

প্রকল্প-পরবর্তী কার্যকালীন সময়ে পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত

বসতভিটায় গাছপালা, কৃষি এবং বন্যজীবন জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি

ভবন নির্মাণ এবং অবকাঠামো/সুবিধাদির সম্প্রসারণ/সংস্কারের ফলে মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে মানুষের কাজের প্রভাবে (human footprint) কারণে আশেপাশে আরও বেশি গাছপালা (গুল্ম, লতাগুল্ম এবং গাছপালা) ধ্বংস হতে পারে এবং গ্রামাঞ্চলের বসতভিটা এবং কৃষি-বন্যজীবনের জীববৈচিত্র্যের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বসতভিটার গাছপালা, কৃষি-আবাসস্থল এবং বন্যজীবনে সম্ভাব্য অভিঘাতের ঘটনায় প্রয়োজন বিস্তারিত ভিত্তিরেখা সমীক্ষা এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের দ্বারা উপযুক্ত আবাসস্থল এবং কৃষি-আবাস ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন।

কঠিন এবং বিপজ্জনক বর্জ্য সৃষ্টি

নির্মাণ/সংস্কারকৃত অবকাঠামোগুলোর নিয়মিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় কঠিন বর্জ্য তৈরি হবে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার, পানি পরিশোধন কেন্দ্র এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কার্যাবলি থেকেও বিপজ্জনক বর্জ্য সৃষ্টি হবে। এসব বর্জ্য যথাযথভাবে ফেলা না গেলে, মাটি এবং পানিসম্পদকে দূষিত করার সম্ভাবনা থাকে এবং কমিউনিটির স্বাস্থ্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক আবাসের উপরও নেতিবাচকভাবে অভিঘাত ফেলে। কার্যাবলি চলাকালীনি সময়ে মানদণ্ড অনুযায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিধিগুলো অনুসরণ করা উচিত (যেমন, WHOর পানির সুরক্ষা/ পানীয় জল বিষয়ে পরিবেশ অধিদফতরের মানদণ্ড)।

শব্দ উৎপাদন

যানবাহন চলাচল, নির্মাণ/স্থাপনকারী সরঞ্জামাদি এবং জেনারেটরগুলির পরিচালন থেকে অল্প শব্দ সৃষ্টি হতে পারে। নির্মাণস্থল সংলগ্ন স্কুল, ধর্মীয় স্থান এবং জনাকীর্ণ বাজার এলাকাগুলো প্রকল্পের এলাকায় বিশেষ করে স্বল্পমাত্রার শব্দ তৈরি করে।

পানি দূষণ

প্রকল্পর কাজ চলাকালীন পর্বে, নির্মাণ/সংস্কারকৃত স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় স্থানীয়ভাবে পানিতে দূষিত পদার্থ বৃদ্ধি পেতে পারে।

স্থানীয় জীবনজীবিকার উপর অভিঘাত

স্থানীয় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে জীবনজীবিকার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালানো হলেও; প্রকল্পের জীবনজীবিকামূলক উদ্যোগগুলোর সহজাত ক্ষমতাসমূহ, বা অন্যকোনো জোরালো পদক্ষেপ বিবেচনা না করে তা নেয়া হলে, কার্যক্রমগুলো উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উপর পুনরুদ্ধাযোগ্য অভিঘাত ফেলতে পারে।

জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কিত অভিঘাত (জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, সামাজিক নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি)

প্রকল্পটিতে সামাজিক সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি, এবং বিদ্যায়তন ও অফিসসমূহের চর্চায় বিদ্যমান সুবিধাদির সম্প্রসারণ এবং উন্নতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্প-পরবর্তী সময়ে উপযুক্ত পর্যায়ে এসব সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থতা নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং দুর্বল পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির অবস্থাকে আরো খারাপ করে তোলার সুযোগ তৈরি করবে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি (ESMP) তৈরির সময় গৃহীত ব্যবস্থাগুলো হবে : নেতিবাচক অভিঘাতগুলোর ফলগুলোকে কমাবার জন্য প্রশমণমূলক ব্যবস্থা, প্রশমণ করা সম্ভব হয়নি এমন নেতিবাচক অভিঘাতগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা, ইতিবাচক অভিঘাতসমূহের উপকারিতাগুলো বৃদ্ধির জন্য সম্প্রসারণমূলক ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক ঝুঁকি এবং দুর্ঘটনামূলক ঘটনা মোকাবেলার জন্য জরুরি পরিকল্পনা। ESMP দলিলে একটি পরিবেশ পরিবীক্ষণ পরিকল্পনাও প্রস্তাব করা হবে। ESMP'র প্রতিটি অংশকে প্রাক-প্রকল্প, প্রকল্প চলাকালীন, প্রকল্প-পরবর্তী এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায় হিসাবে ভাগ করা হবে। ESMP বাস্তবায়নে জড়িত দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল পক্ষের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পরামর্শ দেওয়া হবে। ESMP'তে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিরূপণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ESMP'তে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপসমূহ এবং কমিউনিটিকে জড়িত করতে বিশেষ ব্যবস্থা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং কমিউনিটিতে সংক্রমণ বিস্তার রোধে সামাজিক দূরত্ব রক্ষার প্রেক্ষাপটে অভিযোগের সমাধানের পদক্ষেপসমূহও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ইএসএসগুলো (ESSs) নিরূপণের ভিত্তিতে, ESMPটি এমনভাবে নকশা করা বা সাজানো হবে যাতে ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে বর্ণিত হয়, ভূমিকাগুলি সংজ্ঞায়িত বা নির্ধারণ কর হয় এবং সংশ্লিষ্ট সময়সীমা এবং প্রয়েজনীয় সম্পদের সংস্থানগুলি চিহ্নিত করা হয়। বিদ্যমান সুবিধাদিতে উপ-প্রকল্প জড়িত হবার সময়ে একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক নিরীক্ষণের (audit) প্রয়োজন হতে পারে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুগুলোর কোনো অবশেষ থেকে গেলে, সেগুলোর প্রতিকার, ক্ষতিপূরণ ও ব্যবস্থাপনার পন্থাগুলো সংশ্লিষ্ট ESMPটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ESMPটিতে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু :

ক) উপ-প্রকল্প সংক্রান্ত বিবরণে লগ ফ্রেম এবং প্রকল্পের কার্যাবলি, উপ-প্রকল্পের অবস্থান এবং ভৌগলিক পরিধি, উপ-প্রকল্পের কার্যাবলির কারণে পরিবেশ এবং সমাজের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব;

খ) দেশের আইনী কাঠামো এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের ESSগুলোর এবং কীভাবে উপ-প্রকল্পটি সেগুলির পরিলাপন (compliance) নিশ্চিত করবে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ;

গ) উপ-প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি থেকে যেসব নেতিবাচক অভিঘাত হতে পারে সেগুলোকে সনাক্ত করা ও তার তাৎপর্যসহ সম্পূর্ণ তালিকা;

ঘ) পরিবেশগত ও/বা সামাজিক বিরূপ অভিঘাত এড়াতে, অভিঘাতগুলোকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করতে বা তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিকল্পিত পদক্ষেপসমূহ; দায়িত্ব (কর্মচারী নিয়োগ) এবং প্রশমন ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়নের সময়সূচি, পদক্ষেপসমূহের প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা, সাংস্কৃতিক যথার্থতা, সকল ক্ষতিগ্রস্তগোষ্ঠীর জন্য প্রশমন প্রদানের প্রত্যাশিত কার্যকারিতা;

ঙ) বিশ্বব্যাংকের জন্য প্রয়োজনীয় ESSগুলোকে পরিকল্পনায় উল্লেখ এবং ESMPতে প্রশমন ব্যবস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা;

চ) উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবের বাজেটে প্রস্তাবিত প্রশমনমূলক পদক্ষেপগুলো এবং তার পরিপালন (compliance) নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যয়ের প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত করা;

ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ESMP বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির সক্ষমতা; সক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা প্রদানের বিবরণ (ESMP বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে)।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনাার সাধারণ নীতি (ইএস ১-১০)

RELI প্রকল্পর আওতায় প্রকল্পের প্রস্তাবিত কিছু কার্যাবলির প্রকৃতি এবং তাদের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবের কারণে, প্রকল্পটি ১৯৯৭ সালের ECR অনুসারে 'অরেঞ্জ-এ বা অরেঞ্জ-বি' বর্গের হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংকের ইএসএফ-ইএসএস ১ ঝুঁকি বর্গতে (ESF-ESS1 risk category) এটি 'মধ্যম' হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। যার জন্য উপযুক্ত IEE এবং পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সুতরাং, প্রকল্পের কার্যাবলির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিচালিত করতে নিম্নলিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে ESMF প্রস্তুত করা হয়েছে :

- এই ESMF প্রতিবেদনে উল্লিখিত জাতীয় নীতিমালা, বিধিমালা এবং বিশ্বব্যাংক নীতিসমূহ ও নির্দেশিকাগুলো পরিপালন (compliance) করতে RELI প্রকল্পর পিআইইউ-এসডিএফ (PIU-SDF) দায়বদ্ধ। ESMF সুরক্ষাসমূহের পরিপালন নিশ্চিত করার ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।
- PIU-SDF/RELIP পরিবেশ অধিদফতর (DoE), স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ।
- DoE কর্তৃক নির্ধারিত কার্যাবলির জন্য IEE এবং ESMP প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। কোনো ক্ষেত্রে, DoE'র নির্দেশিকাগুলোর প্রয়োজনীয়তা বিশ্বব্যাংকের থেকে পৃথক হলে; দুটির প্রয়োজনীয়তার মধ্যে কঠোরতরটি প্রযোজ্য হবে।
- কোন উপ-প্রকল্পর অভিঘাতসমূহ IEEতে পর্যাপ্ত বা উচ্চ ঝুঁকিতে শ্রেণীভুক্ত হিসাবে চিহ্নিত হলে (WB OP/BP অনুসারে), তা বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নের জন্য যোগ্য হবে না।
- যেকোন অতিরিক্ত কার্যাবলির পরিকল্পনা ও নকশা তৈরির সময়ে সর্বমোট অভিঘাতগুলোর (cumulative impacts) ন্যূনতম মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল, সাংস্কৃতিক স্থান, সংরক্ষিত বা বিতর্কিত জমির ক্ষেত্রে (প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় চিহ্নিত), বাস্তবায়নের সময় যত্নসহকারে যথাযথ প্রশমনমূলক পদক্ষেপ বা ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- প্রতিটি উপ-অংশ (sub-components) এবং সম্পর্কিত কার্যাবলির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে PIU/RELIP কর্তৃক অংশীজনদের (বিশেষত স্থানীয় কমিউনিটির) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- PIU/RELIP পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং আন্তঃ-প্রতিষ্ঠান সমন্বয় নিশ্চিত করবে। PIUকে এটিও নিশ্চিত করতে হবে যে নির্মাণ ঠিকাদারদের (ভাড়ায় নেওয়া হলে) জন্য দরপত্র সম্পর্কিত দলিলগুলিতে ESMPয়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট ধারাগুলো যুক্ত রয়েছে।
- প্রকল্পের আওতাধীন নির্মাণ/সংস্কার/ সম্প্রসারণ/ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জাম স্থাপনের জন্য দায়িত্বশীল RELIP প্রকল্প বা SDF দল (বা যদি উপকারভোগীরা নিজেরাই করে থাকে), কাজের শিবির/কর্মস্থলে উপযুক্ত পানীয়জলের সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা কিটের ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করবেন। কর্মী/ক্রুদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি যথাযথ স্থানে থাকতে হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিশেষ স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- PIU/RELIP প্রকল্পের কার্যাবলিকৃত হস্তক্ষেপ (interventions) এবং সম্ভাব্য অভিঘাত সম্পর্কে প্রকাশ্যে তথ্য প্রকাশ করবে।
- আকস্মিক জরুরি সহায়তা (CERC) চালু করার ক্ষেত্রে, PIU বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অতিরিক্ত ESMF প্রস্তুত করবে। CERC অংশটির জন্য ইতিবাচক এবং নেতিবাচক কার্যবলিগুলোর একটি তালিকা অ্যানেক্স ১২তে দেওয়া হয়েছে।
- বাস্তবায়নের সময়, বাংলাদেশ সরকার E&S সুরক্ষা বিবরণ (instruments) এবং নথিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পর সকল কার্যাবলির পরিবেশগত এবং সামাজিক (E&S) ঝুঁকি এবং অভিঘাতগুলো তদারক এবং পরিবীক্ষণ করবে এবং তদারকির সকল রেকর্ড ও প্রকল্প এলাকাগুলো বিশ্বব্যাংকের জন্য অভিগম্য রয়েছে তা নিশ্চিত করবে। বিশ্বব্যাংকও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথ তদারকি মিশন পরিচালনা করতে পারে। তবে, RELI প্রকল্পটির সবকিছু সম্পর্কে একটি একক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) থাকবে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

- PIU/RELIP এর পরিবেশগত ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরা পরিবেশগত এবং সামাজিক যাচাইয়ের (screening) কাজটি করবেন। প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা কাজটি শুরু করবেন।

- SDF এবং উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানগুলি যৌথভাবে প্রকল্পের বিশদ পরিবেশগত এবং সামাজিক ভিত্তিরেখা জরিপ (baseline) তৈরি করবে, IEE PIU-SDF/RELIP IEE প্রতিবেদনটি শেয়ার করবে এবং
- পরিবেশগত পরামর্শদাতার প্রস্তুত করা যাচাই (screening) এবং পরিবেশগত নিরূপণ প্রতিবেদনটি PIU/RELIP পর্যালোচনা করবে এবং অনুমোদন দেবে।
- PIU/RELIP মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে যাচাই ও নিরূপণ প্রতিবেদনের কিছু তথ্যর সঠিকতা নিশ্চিত করবে।
- PIU/RELIP নিশ্চিত করবে যে দেশজুড়ে নির্মাণস্থল নির্বাচন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে পরিবেশগত বিবেচনাকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে দেখা, সেগুলোর ওজন বা মান নির্ধারণ এবং প্রভাবের মাত্রা আরোপ করে করা হয়েছে।
- দরপত্রের কাগজপত্রে (বাইরের ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে)PIU/RELIP কর্তৃক প্রস্তুত করা হবে। পরিবেশগত এবং সামাজিক পরামর্শদাতারা দরপত্রের কাগজপত্রে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত এবং সামাজিক ধারাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা নিশ্চিত করবেন এবং ESMP ঠিকাদারদের দ্বারা বাস্তবায়িত হবে।
- RELIP এর সমস্ত কার্যাবলি ESMF এর আওতায় প্রস্তুত পরিবেশগত অনুশীলন বিধি (ECoPs) অনুসরণ করবে।
- প্রকল্পটি নিশ্চিত করবে যে পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত নিরূপণ প্রকল্পের সমস্ত সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিঘাতগুলোর প্রতি প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে — প্রাক-প্রকল্প, প্রকল্প চলাকালে এবং পরিচালন পর্যায়ে — দৃষ্টি দেবে এবং উপযুক্ত পশমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শও দেবে। কোনো অতিরিক্ত অভিঘাত চিহ্নিত হলে, IEE এবং ESMP পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে।

কোভিড-১৯ এর জন্য আকস্মিক ঘটনাজনিত পরিকল্পনা

RELIP প্রতিটি জেলার জন্য — যেখানে কোভিড-১৯ এলাকায় পৌঁছাচ্ছে বা ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছেছে এমন পরিস্থিতি মোকাবেলায় — WHOর নির্দেশিকা এবং বিশ্বব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করে একটি আকস্মিক ঘটনাজনিত পরিকল্পনা (contingency plan) তৈরি করবে। জাতীয় ও স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পরামর্শ করে এই আকস্মিক ঘটনাজনিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে, যাতে কোভিড-১৯য়ে সংক্রমিত শ্রমিকদের কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ, যত্ন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য। কর্মী বাহিনীর মধ্যে সংক্রমণের ঘটনা, কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এবং কোভিড-১৯ এর বিস্তার প্রতিরোধে এক এলাকা থেকে অন্যত্র চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির মতো সম্ভাবনা দেখা দেবার সম্ভাব্য বাস্তবতাকে এই আকস্মিক ঘটনাজনিত পরিকল্পনায় বিবেচনায় রাখতে হবে ।

SEA/SH ঝুঁকি রোধ ও হ্রাস করার জন্য GBV ঝুঁকিগুলোকে যাচাই (risks screening) করা এবং সম্পর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এই আকস্মিক ঘটনজনিত পরিকল্পনাটি সুস্পষ্ট হবে। আকস্মিক ঘটনাগুলো নাম প্রকাশ না করার নিয়ম (anonymity protocol) মেনে পর্যবেক্ষনসহ GMয়ে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হবে। উপকারভোগী অঞ্চলে যেকোনও সম্ভাব্য রেফারাল পরিষেবাদির জন্য EAP'র অনির্ধারিত বাজেট থাকবে। কোভিড-১৯ ঘটিত পরিস্থিতিতে প্রকল্পের কর্মচারী ও কর্মীবাহিনীর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার পাশাপাশি সুবিধাভোগীগোষ্ঠীর নিরাপত্তাসহ সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় আকস্মিক ঘটনাজনিত পরিকল্পনাটি তৈরি করা হবে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক চর্চাবিধি (ESCoPs)

পরিবেশগত এবং সামাজিক চর্চাবিধি (ESCoPs) সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য (generic) নির্দেশিকা, স্থান-নির্দিষ্ট-নয়। ESCoPs পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দিকনির্দেশ এবং সমস্ত পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যার টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য অনুসরণীয় চর্চাগুলি নিয়ে গঠিত। বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে এই চর্চাগুলো অনুসরণ করতে হবে এবং স্থান-নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। নীচে ESCoPs এর বিস্তারিত সংযুক্তিতে রয়েছে।

পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত মোকাবেলায় প্রশমন ব্যবস্থা

উপ-প্রকল্পের কার্যবলির সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক অভিঘাতসমূহ আগেই চিহ্নিত করা উচিত। বিশদ কার্যাবলিকে (উপরে বর্ণিত) প্রথমে চিহ্নিত করা দরকার এবং তারপরে কার্যাবলি বা হস্তক্ষেপের পন্থাগুলি নির্ধারণ করা উচিত এবং কোন কাজের ফলে কোন সম্ভাব্য ফল, তা নির্ধারণ করা উচিত। প্রশমনের সেরা চর্চাগুলোকে সম্প্রসারণকারী পদক্ষেপগুলো সেই অনুযায়ী অনুসন্ধান করা উচিত এবং বাস্তবে প্রয়োগ করা উচিত।

শ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

শ্রম ব্যবস্থাপনা কার্যপ্রণালীটি (LMP) সামাজিক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন দ্বারা বাস্তবায়িত, এবং বিশ্বব্যাংক দ্বারা অর্থায়িত রেজিলিয়েন্স, এন্টারপ্রেনারশিপ এবং লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RELI) এর অধীনে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য তৈরি করা হয়েছে। LMPটি জাতীয় বাধ্যবাধকতা পূরণের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর উদ্দেশ্যগুলি, পরিবেশগত এবং সামাজিক মানদণ্ডের সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড ২ : শ্রম ও কর্ম পরিবেশ (ইএসএস ২) এবং মানদণ্ড ৪ : কমিউনিটি স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা (ইএসএস ৪) মেনে প্রকল্পের কর্মপদ্ধতি বা পন্থা শুরু করতে চায় ।

এক্ষেত্রে মূল দৃষ্টি হলো, শিশু ও জোরপূর্বক শ্রম, এলাকায় বাইরে থেকে শ্রমিকের আগমন, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং মানব পাচারের বিষয়গুলি কীভাবে মোকাবেলা করা যায় সে বিষয়গুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরা, যাচাই এবং প্রস্তাব দেওয়া।

LMP বিশ্বব্যাংকের ESF মানদণ্ডসমূহ এবং বাংলাদেশের বর্তমান আইনগুলির মধ্যে সাধারণ দিকগুলেঅ এবং ব্যবধানগুলোকে চিহ্নিত করেছে। প্রকল্পটি ভাল চর্চাগুলোকে গ্রহণ করার সাথে সাথে আরও উন্নীত করার মতো বিষয় ও ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে এবং বাস্তবায়নের সময় অনুসরণীয় বিষয়ে প্রস্তাব করেছে। উদাহরণ হিসাবে, এই প্রকল্পে কর্মচারী ইউনিয়ন, নিরাপদ কাজের পরিবেশ প্রভৃতির চর্চা করা হবে। এলএমপি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ইএসএস ৪ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রকল্পভুক্ত কমিউনিটির সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি, যারা প্রকল্পের কার্যাবলির মুখোমুখি হয় এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ঘটনাবলির, যেমন, নির্মাণ এবং পরিচালনকালে বাইরে থেকে লোকদের আগমনের কারণে কমিউনিটিতে রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি বা ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত।

জেন্ডার এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা

বিশ্বব্যাংক GBV এবং SEA/SH এর ঝুঁকি চিহ্নিত করতে টাস্ক টিমকে সহায়তা করার জন্য জিবিভি গুড প্র্যাকটিস নোট (জিপিএন) এবং SEA/SH ঝুঁকি প্রশমনে ভালো চর্চার নোট তৈরি করেছে; এসব ঝুঁকি IPF-এ ভৌত নির্মাণ (civil works) চুক্তির সাথে আবির্ভূত হতে পারে এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলিকে সেই ঝুঁকিগুলো ব্যবস্থাপনার ভালো পন্থা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াও এসব দলিলের উদ্দেশ্য। প্রস্তাবিত প্রকল্পের কর্যাবলির মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি পরিচালিত নির্মাণ কার্যক্রম এবং কোনো বড় ভৌত নির্মাণ কাজ এর মধ্যে নেই। সুতরাং, ভৌত নির্মাণ কাজগুলো GBV এবং SEA/SH এর ঝুঁকি কম হবে। যাই হোক, বড় আকারে নগদ অর্থ হস্তান্তর কার্যক্রমে, SEA/SH ঘটনর ঝুঁকি নিরূপণ সামাজিক সুরক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে ভালো চর্চার খসড়া নোটের (Social Protection and Jobs Good Practice Note draft) (বর্তমানে আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে) ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যবলি, প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের কুশীলবদের জড়িত হওয়া, প্রকল্পের কার্যাবলির বিপুলতা, বৃহৎ ভৌগলিক পরিধি জুড়ে কর্মকাণ্ড ইত্যাদির দ্বারা কিছুটা ঝুঁকি তৈরির ইঙ্গিত দেয় নিরূপণ সমীক্ষটি। পাশাপাশি, সুবিধাদি (নগদ, অনুদান এবং উপবৃত্তি) হস্তান্তর এবং নিয়মিত বা মাঝে মাঝে প্রকল্প কুশীলবদের সাথে মিথস্ক্রিয় প্রকল্পের কুশীলবদের জন্য প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের যৌন শোষণ বা অন্যায় যৌন সুবিধা নেবার সুযোগ তৈরি করতে পারে। অধিকন্তু, কোভিড-১৯ এর পরে লকডাউনগ ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

প্রকল্পের জিবিভি কর্মপরিকল্পনায় প্রতিরোধমূলক হস্তক্ষপের পাশাপাশি ঝুঁকি প্রশমন পদক্ষেপসমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিরোধে গৃহীত হস্তক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে সচেতনতামূলক প্রচারণা, সুরক্ষা এবং সক্ষমতা বাড়ানো। ঝুঁকি প্রশমনের ব্যবস্থাগুলিতে সমস্ত অংশীজনদের জন্য আচরণবিধি কার্যকর থাকা নিশ্চিত করা; পরিষেবা দানকারীদের ম্যাপিং; প্রয়োজনে পৃথক SEA/SH, GRM প্রতিষ্ঠা করা; প্রকল্পের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে SEA/SH বিরুদ্ধে নীতিমালা প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা; এবং, সুবিধাদি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে SEA/SH প্রশিক্ষণের মতো ব্যবস্থাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। GBV বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, ঝুঁকি পরিবীক্ষণ এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে অতিরিক্ত মূল পদক্ষেপ। অধিকন্তু, আহরণের নথিপত্রগুলি (procurement documents) SEA/SH ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার পরিপালনে (compliance) অনুগত থাকবে। বেঁচে থাকা কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (survivor-centric approach) অনুসরণ করা হবে সর্বদা।

প্রকল্পটি জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেবে; দরিদ্রদের প্রয়োজনের প্রতি অংশগ্রহণমূলক এবং সংবেদনশীল পন্থা গ্রহণের মাধ্যমে; বিশেষত উপ-প্রকল্পগুলির ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা জেন্ডারের উপর বিরূপ প্রভাবগুলি মূল্যায়ন, যে কোনো ভঙ্গুর বা নারী-প্রধান পরিবারের ভৌত স্থানচ্যুত হওয়ার ঘটনা এবং তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা; নারীদের পরিকল্পনা, নকশা, কার্যক্রমে শ্রমিক, সুপারভাইজার এবং ঠিকাদার হিসাবে জড়িত থাকার সুযোগ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিতে অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া ইত্যাদি পন্থায় নারীদের সহায়তা প্রদানের কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে; যা মাঠ পর্যায়ে যা অনুসরণ করা হবে। কর্মপরিকল্পনাটি কমিউনিটি এবং অন্যান্য অংশীজনদের সংবেদনশীল করা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করার মতো কিছু সম্পূরক প্রশমনমূলক পদক্ষেপের উপর মনোনিবেশ করবে।

ক্ষুদ্র নৃজাতি এবং ভঙ্গুর কমিউনিটি উন্নয়ন কাঠামো

ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠী এবং ভঙ্গুর (Vulnerable) কমিউনিটির প্রয়োজনগুলো প্রকল্পর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময় পূরণ নিশ্চিত করতে, তাদের সঙ্গে একাধিক কার্যকর ও অর্থবহ মতবিনিময়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠী এবং ভঙ্গুর কমিউনিটির উন্নয়ন কাঠামোটি (SEVCDF) তৈরি করা হয়েছে; ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠী এবং ভঙ্গুর কমিউনিটি (SEVC) ইতিমধ্যেই এতটা প্রান্তিক যে, কোনো সহায়তা ব্যতিরেকে তারা উন্নয়নের সুবিধা দ্বারা উপকার লাভ নাও করতে পারেন। SEVCDF এর আরেকটি লক্ষ্য হলো তাদের উপর কোনো নেতিবাচক অভিঘাতকে এড়ানো এবং কোনো বিরূপ প্রভাব দেখা দিলে উপযুক্ত প্রশমনমূলক পদক্ষেপ নেয়া। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক মানদণ্ড-৭ (ESS) স্থানীয় কমিউনিটিসহ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার, মর্যাদা, আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক জীবনজীবিকার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করে।

প্রকল্পটি পদ্ধতিগতভাবে সামাজিক যাচাইয়ের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট উপকারভোগীদের সনাক্ত করবে। আর্থ-জনমিতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে, বিশেষ করে ২০টি জেলায় RELI প্রকল্পের এলাকার উপকারভোগীদের ঘিরে, SEVCDF দলিলটি SEVC বিষয় অব্যাহত রেখে বিকশিত হবে। SEVCDF SDFকে এ বিষয়ে সহায়তা করবে, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে (ESMF) পরিপূরক করবে এবং কার্যকরভাবে ব্যাংকের ইএসএস-৭ সম্পর্কিত বিষয়গুলো ও গুরুত্বের প্রতি সাড়া দিতে পারবে।

SEVCDF SDFকে কয়েকটি কৌশলগত লক্ষ্য বিষয়ে জড়িত করবে, যার জন্য SDFকে নিম্নলিখিত কৌশলগত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন হবে : প্রকল্পের নকশায় SEVCরে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, এলাকা নির্বাচন, এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া এবং কখনও কখনও কমিউনিটির উপর বিরূপ অভিঘাত এড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

SEVCDF নৃজাতিগতগোষ্ঠীর উপর প্রকল্পের কার্যাবলির অভিঘাত বিবেচনা করতে প্রস্তুত; তাই SEVCDF তৈরির সময় SDF, MoF, দক্ষতা উন্নংন প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনজিও এবং বেসরকারী খাত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিবেচনা করেছে। বিবেচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে : প্রভাবিত কমিউনিটির নৃজাতিগত ও জনমিতিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ;, যেমন, পরিবার, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, সামাজিক কলঙ্ক, স্থানীয় ঐতিহ্যে নেতৃত্ব ধারণাকে গ্রহণ করার পরিকল্পনা, জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়, বাস্তবায়নের নকশায় নাগরিক সমাজ ও এনজিও।

বিবেচিত বিষয়গুলোর মধ্যে আরো রয়েছে পূর্ব থেকে বিদ্যমান আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের ফলসমূহ এবং প্রশমন পরিকল্পনার বিষয়ে তাদের অংশগ্রহণ এবং সম্মতি অর্জনের জন্য নৃজাতিগত কমিউনিটির সঙ্গে সক্রিয় পরামর্শ ও যোগাযোগের সংযুক্তি। SEVCDF এর লক্ষ হলো প্রধানত বিরূপ প্রভাবগুলি হ্রাস করা এবং SEVC জনগোষ্ঠী যারা অভিঘাতপ্রাপ্ত হবেন তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে প্রকল্প এলাকাগুলিতে যেকোনো বিদ্যমান উন্নয়নের সুযোগকে শক্তিশালী এবং প্রবর্তনা করা।

পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা

ESMP-র অন্যতম মূল উপাদান হিসাবে, পরিপালন পরিবীক্ষণ (compliance monitoring), প্রভাব পরিবীক্ষণ এবং তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক পরিবীক্ষণ সমন্বয়ে একটি ত্রি-স্তর বিশিষ্ট পরিবীক্ষণ কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পরিবীক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হ'ল ESMP-তে বিস্তৃত করা কার্যাবলি, বিশেষত প্রশমন ব্যবস্থাগুলির কার্যকর পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ এবং সামাজিক পরিমাত্রাগুলির (parameters) উপর প্রকল্পের প্রভাবসমূহের মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। বিভিন্ন ধরনের ESMP পরিবীক্ষণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন

পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা SDF এর একক দায়িত্ব। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলি ESIA পরিচালনার সময় প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা এবং পরিবীক্ষণের জন্য জড়িত হতে পারে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা SDF এর ব্যাংক-সমর্থিত প্রকল্প বাস্তবায়নেনর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে, SIPP। বাস্তবায়নের সময় থেকেই। SDF এর অর্গানোগ্রামে বর্তমানে একটি নিবেদিত E&S ইউনিট রয়েছে, এবং প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলিতে E&S ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মীরা রয়েছে। তবে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর (ESF) আওতায় SDF এর জন্য প্রথম প্রকল্প হবে এবং SDF ESF এর আওতায় SEA/SH সম্পর্কিত E&S ঝুঁকিগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাংক থেকে কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পের ESMF ঋণগ্রহীতার সক্ষমতার একটি মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করবে এবং এই মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি প্রয়োাজনীয় পরিবেশ এবং সামাজিক কর্মী এবং তার সঙ্গে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য E&S সক্ষমতা বাড়ানোর সহায়তাকে নির্দেশ করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রতিশ্রুতি পরিকল্পনা (ESCP) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ঋণগ্রহীতার প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে এই প্রয়োজনীয়তাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী, প্রতিটি জেলায় SDF এর অধীনে একজন ক্লাস্টার অফিসারের (সিও) অধীনে কয়েকটি ক্লাস্টার অফিস প্রতিষ্ঠা করবে, যা প্রয়োজনীয়সংখ্যক ক্লাস্টার ফ্যাসিলিটেটর দ্বারা সমর্থিত হবে। প্রত্যেক ক্লাস্টার ফ্যাসিলিটেটর ৫-৬টি গ্রাম তদারকির দায়িত্বে থাকবেন। ক্লাস্টার টিমটি গ্রাম পর্যায়ে ESMF বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটির সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। প্রতিটি জেলায় একজন জেলা ব্যবস্থাপক নিয়োজিত থাকবেন এবং তাকে বেশ কয়েকজন জেলা অফিসার সহায়তা দেবেন, যারা পালাক্রমে ক্লাস্টার টিমকে সহায়তা দেবার পাশাপাশি কর্মসূচির অধীন গ্রামগুলোতে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলোসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

SDF E&S সম্পর্কিত একটি রিপোর্টিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তদারকির মিশন শুরুর আগে বা সময়ে, সাধারণত ছয় মাস অন্তর ব্যাংকে E&S রিপোর্ট জমা দেয়। প্রধান কার্যালয়ে এবং আঞ্চলিক ও জেলা অফিসগুলিতে ফোকাল পার্সনসহ SDF এর একটি কার্যকরী অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (GRM) রয়েছে। সমস্ত অভিযোগের মামলা যথাযথভাবে অনুবর্তন (follow up) ও নিষ্পত্তি করা হয় এবং GRM সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলি E&S প্রতিবেদনের সাথে ব্যাংকের সঙ্গে শেয়ার করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের ইঅ্যান্ডএস নীতিগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি ইএসএমপির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এসডিএফ, কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় সরকার এবং ঠিকাদারসহ RELI এর সকল স্তরে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। সক্ষমতা বৃদ্ধির আওতায় থাকা বিভিন্ন দিকের মধ্যে রয়েছে সাধারণ পরিবেশগত ও সামাজিক সচেতনতা, এলাকার মূল পরিবেশগত এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা, প্রকল্পের মূল পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাতসমূহ, ইএসএমপির প্রয়োজনীয়তাসমূহ, OHS এর বিভিন্ন দিক, কীটনাশক/রাসায়নিক নাড়াচাড় ও সংরক্ষণ এবং বর্জ্য নিষ্পত্তি।

এসডিএফকে অন্য যে ক্ষেত্রগুলিতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত সেগুলি হলো মাঠ পর্যায়ে পরিপালন (compliance) পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন নিরীক্ষা, বিশেষত ইএসএমপির পরিপালন এবং পেশাগত এবং কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিরীক্ষা, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার মূল্যায়ন, অভিঘাত ব্যবস্থাপনা; এবং নির্মাণ/সংস্কার/সম্প্রসারণ উপ-প্রকল্পগুলির জন্য জীববৈচিত্র এবং বন্যজীবন অভিঘাত ব্যবস্থাপনা।

ইএসএমএফ বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

এসডিএফ প্রধান কার্যালয়ের সার্বিক দায়িত্ব হচ্ছে এসডিএফের ভিশন — দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে কমিউনিটির ক্ষমতায়ন ঘটানো — বাস্তবায়ন করা; এবং প্রধান কার্যালয় পরিবীক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিপালন (compliance), যোগাযোগ এবং গভর্নেন্সের জন্যও দায়িত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক প্রোগ্রাম অফিসগুলি বিকেন্দ্রীভূতভাবে তাদের এখতিয়ারের মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম তদারকির কাজ করে। জেলা অফিসগুলি মাঠ বাস্তবায়নের তদারকি করছে। জেলা অফিসের তদারকির অধীনে, ক্লাস্টার (মাঠ) অফিসগুলি কমিউনিটি কাঠামো স্থাপন, কমিউনিটির পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে বাস্তবায়নকে সংগঠিত ও সহায়তা করার ভূমিকায় রয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদ এসডিএফয়ের তদারকি করে থাকে; যার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে এসডিএফের নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করা। তবে প্রকল্পের দৈনন্দিন কাজের পরিচালনায় পর্ষদ জড়িত নয়। এছাড়াও, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন; বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং এসডিএফসহ মূল মন্ত্রনালয়/এজেন্সিসমূহের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিয়ে একটি উপদেষ্টা প্রকৃতির (যেমন বাস্তবায়নের অগ্রগতির পর্যালোচনা) একটি প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে।

কমিউনিটি পর্যায়ে, ১০ থেকে ১৫ সদস্যের নতুন জীবন গ্রুপগুলি (NJG) সঞ্চয় এবং অভ্যন্তরীণ ঋণদানের জন্য সবচেয়ে বুনিয়াদি সাংগঠনিক কাঠামো। এনজেজির সদস্যরা গ্রাম পরিষদে সদস্যপদের জন্য বিল্ডিং ব্লক গঠন করেন, যা পুরো গ্রামজোড়া সদস্য-সংস্থা, যারা পরে তাদের কার্যনির্বাহী নির্বাহী কমিটি (গ্রাম সমিতি) নির্বাচন করেন; গ্রামে ভিডিএফ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপূর্ণ গ্রাম সমিতি। গ্রাম পরিষদ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত একটি সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি সমস্ত কমিউনিটি কার্যক্রম এবং তহবিলের তদারকি করে। কমিউনিটি পর্যায়ের সকল কার্যক্রমের জন্য তহবিল সরাসরি এসডিএফ থেকে কমিউনিটি সংগঠনগুলিতে স্থানান্তরিত হয়।

RELI প্রকল্পের ইএসএমএফ বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন

ইএসএমপি তৈরির অংশ হিসাবে পরিবীক্ষণ কার্যক্রমসহ ইএস নিরূপণ এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ইএসএমপি এর অংশ হিসাবে পরিচালিত হওয়া অনেকগুলি কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ ব্যয় হবে না; যেমন, যানবাহনগুলিকে ভাল চালু অবস্থায় রাখা, মালামাল পাঠাবার সময়সূচি, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। অন্যদিকে, বেশ কয়েকটি কাজের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হবে; যেমন, প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ, পরামর্শদাতাদের জন্য বাজেট ইত্যাদির প্রয়োজন হবে। ইএসএমএফয়ে প্রস্তাবিত সমস্ত প্রশমন ও পরিবীক্ষণ কাজের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তাব করা হয়েছে। কিছু

প্রশমন কাজের জন্য ব্যয় প্রাক্কলনগুলি ইএসএমপিতে এ চিহ্নিত করা হবে। ইএসএমএফ বাস্তবায়নের জন্য মোট ১.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কালন করা হয়েছে যা RELI প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অংশীজনদের জড়িত হওয়া এবং তথ্য প্রকাশ করা

ইএসএমএফ প্রস্তুতির সময়, স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে অপর্যাপ্ত পরামর্শ পরিচালিত হয়েছিল, বাস্তবায়ন পর্যায়ে এসডিএফ এর আরও পরামর্শ পরিচালনা করা উচিত। উপ-প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্য অভিঘাত এবং প্রকৃতির বিষয়টি বিবেচনা করে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে পরামর্শ এবং যোগাযোগ করা জরুরি। জড়িত হওয়া এবং তথ্যে অভিগম্যতা দেবার উদ্দেশ্যগুলো হলো সকল স্টেকহোল্ডারের, বিশেষত উপ-প্রকল্পগুলির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের, (PAPs) সময়মতো উপ-প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অভিমত এবং উদ্বেগ প্রকাশের সুযোগ প্রদান করা। এজন্য প্রকল্প কর্তৃক একটি পৃথক স্টেকহোল্ডারদের জড়িত করার পরিকল্পনা (SEP) প্রস্তুত করা হয়েছে, যার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

স্টেকহোল্ডারদের জড়িত করার পরিকল্পনা (SEP)

RELI প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যানের (SEP) সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সকল সময়ে জনসাধারণকে তথ্য জানানো এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করাসহ স্টেকহোল্ডারদের জড়িত করার জন্য একটি কর্মসূচি নির্ধারণ করা। SEP নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো ছাড়াও ব্যক্তি, সংস্থা এবং বাণিজ্যিক সত্তাসহ বিভিন্ন ধরনের স্টেকহোল্ডারকে এই প্রকল্পে যুক্ত করবে এবং তাদের জন্য এমন একটি পদ্ধতি প্রদান করবে যার মাধ্যমে মানুষ উদ্বেগ প্রকাশ, প্রতিক্রিয়া জানানো, বা প্রকল্প(গুলো) সম্পর্ক নিজেরা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক অভিযোগ করতে পারে। RELI প্রকল্পটি কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্যকরভাবে পরিষেবা পরিচালনা ও সরবরাহ করতে এবং স্থানীয় অংশগ্রহণ এবং বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়নের নীতির ভিত্তিতে কমিউনিটিকে তাদের নিজস্ব উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণে করতে সহায়তা প্রদান করে। প্রকল্পটি গ্রামীণ উদ্যোক্তা বিকাশের জন্য সরকারী-বেসরকারী সংলাপকে সহায়তা করে এবং ভ্যালু চেইন কুশীলব, স্থানীয় সরকার এবং প্রকল্পের মধ্যে আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। RELI প্রকল্প দুর্গম ও অপর্যাপ্ত সেবা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশের ২০টি জেলায় কাজ করে।

প্রকল্পের অংশীজন

প্রকল্পের অংশীজনদের ম্যাপিং বা মানচিত্র তৈরি এসইপি তৈরির প্রাথমিক কাজ। RELI প্রকল্পটি বিবিধ ধরনের স্টেকহোল্ডারের সাথে বিজড়িত হবে। প্রকল্পের সাথে তাদের জড়িত হবার মাত্রা ও গুরুত্বানুসারে তাদেরকে নীচে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশীজন চিহ্নিতকরণ এবং ম্যাপিং

বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৮ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হিসাবে "অংশীজনকে" সংজ্ঞায়িত করেছে যাদের :

(ক) প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত/ক্ষতিগ্রস্ত, বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (প্রকল্প-প্রভাবিত পক্ষগুলি); এবং

(খ) প্রকল্পে (অন্যান্য আগ্রহী পক্ষ) আগ্রহ থাকতে পারে।

সফল ম্যাপিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মূল স্টেকহোল্ডাররা কারা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করার জন্য তাদের সাথে কত ভালোভাবে যুক্ত হওয়া যায়। RELI প্রকল্পটি একাধিক বাস্তবায়ন-পরিবেশে কাজ করে এবং ফলে সরকারী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি থেকে শুরু করে কৃষকদের মতো বিভিন্ন ধরনের স্টেকহোল্ডারদের সাথে যুক্ত হবে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার গ্রুপের মধ্যে মিল থাকলেও, যোগাযোগের উদ্যোগ এবং তাদের কাছে পৌঁছানোর (outreach activities) কার্যক্রম অবশ্যই নির্দিষ্ট দলের প্রয়োজন এবং আগ্রহ অনুসারে তৈরি করতে হবে। তদুপরি, সর্বাধিক ফল লাভের জন্য প্রকল্পের কোন পর্যায়ে কোন অংশীজন দলকে নিশানা করতে হবে, তা নির্ধারণে কৌশলী হওয়া RELI প্রকল্পর জন্য প্রয়োজনীয়।

সুবিধাবঞ্চিত/ভঙ্গুর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী

অংশীজন চিহ্নিতকরণের সময়, সম্ভাব্য ভঙ্গুর দলগুলিও চিহ্নিত করা হয়েছিল। সম্ভাব্য ভঙ্গুর প্রকল্প অংশীজনদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মূল প্রস্তাবের টেবিল-২য়ে দেয়া হয়েছে। ভঙ্গুর গোষ্ঠীর অধীনে শ্রেণিবদ্ধ হবে, যারা প্রকল্প-ক্ষতিগ্রস্ত (ব্যক্তি বা গোষ্ঠী) বা তাদের নিজস্ব প্রেক্ষাপটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, এই গোষ্ঠীভুক্তরা অসুবিধে বা দুর্বলতার পরিস্থিতিতে রয়েছে। এই সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াটি প্রকল্পকে সেই ব্যক্তি বা উপ-গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে, যাদের প্রকল্পের প্রভাবগুলি, হ্রাসকারী পদ্ধতি এবং লাভ সম্পর্কে নানা ধরনের মতামত এবং উদ্বেগ থাকতে পারে, এবং যাদের অনন্য, বা বিশেষ চাহিদামাফিক, জড়িত হবার পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে। এটিকে বিবেচনায় রেখে, এই প্রকল্পটি ইএসএস-৭ অর্থাৎ, ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠী এবং ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি উন্নয়ন কাঠামো (SEVCDF) তৈরি করেছে যা RELI প্রকল্প প্রাথমিক নথি হিসাবে ব্যবহার করবে।

জড়িত হবার পদ্ধতি

খানা পর্যায়ে সাক্ষাৎকার নেয়া, অংশগ্রহণমূলক পল্লী মূল্যায়ন (পিআরএ), এফজিডি, অংশীজনদের পরামর্শ সভা, সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক পরামর্শসভা, উন্মুক্ত সভা এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালাসহ জড়িত হবার জন্য বিভিন্ন পন্থা ব্যবহার করা হবে। আইইই চলাকালীন, সমস্ত প্রকল্প এলাকায় বিস্তৃত কাভারেজ নিশ্চিত করতে এবং তাদের নির্দিষ্ট কার্যক্রমের তালিকা দেবার জন্য সকল গ্রাম/উপজেলাতে পরামর্শসভা এবং এফজিডি করা হবে এবং কয়েকটি নির্বাচিত জেলায় স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

ইএসএমএফ প্রস্তুতির সময় অভিমত নেবার জন্য আলোচনা

ইএসএমএফ প্রস্তুতির সময়, এসডিএফ ভার্চুয়াল ওয়েবভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি চলাকালীন বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আলোচনায় জড়িত হয়েছে। তাদের সঙ্গে আলোচনা, উদ্বেগ এবং প্রতিক্রিয়াগুলি ব্যাপকভাবে নথিভুক্ত করা হয়।

আরও একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাস্তবায়নকারী সংস্থা এসডিএফের প্রধান কার্যালয়ে, সেখানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং এই প্রকল্পের সাথে সরাসরি জড়িত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা হয় । প্রকল্প কর্মকর্তারা একটি দলীয় আলোচনা চলমান প্রকল্প NJLIP'র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের মতামত এবং সুপারিশগুলো তুলে ধরেন। আলোচনার সিদ্ধান্তগুলি তারপরে অনুমোদনের জন্য এবং পরবর্তী কোনো পরামর্শের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালককে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আলোচনাগুলি ব্যাপকভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

কোভিড-১৯ এর জন্য যোগাযোগ পরিকল্পনা

RELI প্রকল্প কলঙ্ক বা বৈষম্যের ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং ব্যক্তির ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা নিশ্চিত করতে কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করবে। প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ এবং আকস্মিক ঘটনাজনিত পরিকল্পনাগুলি ব্যাপকভাবে জানাতে হবে। শ্রমিক, সরবরাহকারী, সংলগ্ন জনগোষ্ঠী, আশেপাশের প্রকল্প/কর্মীবাহিনী এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষকে যে ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে তা সম্পর্কে সচেতন করা হবে। কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করার সময়, তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বগুলি পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা হবে এবং তাদের সহকর্মীরা, স্থানীয় কমিউনিটি এবং তাদের পরিবারগুলির জন্য কর্মীরা যেন পরিকল্পনাগুলি অনুসরণ করে তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং শ্রমিকদের আশ্বস্ত করা হবে যে অসুস্থ বোধের ফলে তারা নিজেকে আলাদা করলে, সে কারণে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা বিষয়ে কোনো প্রতিশোধ বা বৈষম্য করা হবে না। কোভিড-১৯ এর ফলে সামাজিক কলঙ্ক রোধে আরও নির্দেশনা পাওয়া যাবে:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf এ পাওয়া যায়।

অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম)

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি NGLIP-র চলমান ব্যবস্থা অনুসরণ করবে। একাধিক পর্যায়ের ও তিন স্তরের, অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয় (GRM) এবং কেবল প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্যই নয়, প্রকল্পর উপকারভোগীরাও প্রকল্পের সুবিধাগুলি উপভোগ করবেন, তাদের জন্য আইনী বিকল্পগুলি থাকবে অবকাঠামো পুনর্গঠন এবং জীবনজীবিকার জন্য তহবিলে অভিগমত্যর সুযোগও থাকবে। একাধিক পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে গ্রাম পরিষদ, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়। তবে যে কেউ প্রকল্পের যে কোনও পর্যায়ে বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ নিবারণ সেবার (জিআরএস) মাধ্যমে অভিযোগ করতে পারেন। প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত অভিযোগগুলির সমাধানের জন্য, তিনটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে : জাতীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিবারণ কমিটি (জিআরসি), আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং গ্রাম পরিষদ (জিপি) পর্যায়ে। জিবিভিতে ঝুঁকি নির্ধারণের উপর নির্ভর করে জিআরএম-এ একটি নির্দিষ্ট জিবিভি জিআরএম কাঠমো বা জিবিভি-নির্দিষ্ট চ্যানেল থাকবে।

তিনটি পর্যায়ে জিআরসি গঠনের সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিটি পর্যায়ে জিআরসি (GRC) সদস্যের সংখ্যা নির্ধারণ করবেন। সদস্যপদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করা হবে এবং বেসরকারী প্রতিনিধির সংখ্যা সরকারী প্রতিনিধিদের অনুপাতে হবে। প্রতিটি পর্যায়ে সরকারী প্রতিনিধিদের স্তরও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্ধারণ করবেন। সব পর্যায়ে জিআরসি সদস্যের অর্ধেক (কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ) হবেন নারী।

নথিপত্র প্রকাশ

প্রকল্প থেকে ইঅ্যান্ডএস নথি (ESMF/P. SEP, LMP, SECVDF/P, ইত্যাদি) জনসাধারণের মন্তব্য এবং পরামর্শর জন্য প্রকাশ করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যেকোনো অতিরিক্ত ইঅ্যান্ডএস নিরূপণ উপকরণগুলো তৈরি হলে, এসডিএফ সেগুলো প্রকাশেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকবে। ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, ইএসএমএফ প্রতিবেদন (একত্রে পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) এর সাথে বাংলা এবং ইংরেজিতে) জনসাধারণের মন্তব্য এবং পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এসইপি পাবলিক ডোমেনে ইএসএমএফের সাথে একত্রে লভ্য হবে এবং একই সাথে অংশীজনদের

পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কমিউনিটি এবং যে সাইটগুলিতে জনসাধারণের জন্য বাধাহীন লভ্যতা রয়েছে সেগুলির দ্বারা প্রায়শই দেখা যাবে এমন স্থান এবং জায়গাগুলিতে প্রকাশনা ও বিতরণকে অভিগম্য করা হবে।

ইএসএমএফ/ইএসএমপি এবং এসইপি (অন্যান্য ইঅ্যান্ডএস নথিসহ) বাংলা এবং ইংরেজিতে মুদ্রিত কপি বিনামূল্যে নিম্নলিখিত স্থানে সাধারণ মানুষের জন্য লভ্য হবে:

এসডিএফ সদর দফতর এবং ক্ষতিগ্রস্ত জেলা এসডিএফ অফিসসমূহ

- জেলা প্রশাসন অফিস;
- স্থানীয় এনজিও অফিসসমূহ;
- উপকরণগুলির বিস্তৃত প্রচার নিশ্চিত করতে অন্যান্য মনোনীত সর্বজনীন স্থানগুলোতে;
- সংবাদপত্র, পোস্টার, রেডিও, টেলিভিশন;
- তথ্য কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী বা অন্যান্য চাক্ষুষ প্রদর্শন;
- পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার, সাধারণের বোধগম্য সারসংক্ষেপ, নথি এবং প্রতিবেদন;
- সরকারী চিঠিপত্র, সভা।

ইএসএমএফ/ইএসএমপি, এলএমপি, এসইসিভিডিএফ, জেন্ডার/জিবিভি কর্মপরিকল্পনা এবং এসইপি এর বৈদ্যুতিন সংস্করণ এসডিএফ ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। এর ফলে ইন্টারনেটে অভিগম্যতা আছে এমন অংশীজনদের প্রস্তাবিত প্রকল্পের তথ্য দেখতে এবং জনপরামর্শ প্রক্রিয়াতে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেবে। ওয়েবসাইটে অনলাইন প্রতিক্রিয়া জানাবার প্রযুক্তিগত সুযোগ থাকবে, যা পাঠকদের উন্মুক্ত উপকরণগুলো সম্পর্কে তাদের মন্তব্য দেবার সুযোগ।

# # #